ছোটদের

ইবনে বতুতা

ফজলুর রহমান জুয়েল

ছোটদের

ইবনে বতুতা

ফজলুর রহমান জুয়েল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

ছোটদের ইবনে বতুতা

ফজলুর রহমান জুয়েল

প্রকাশক:
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়:
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়:
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল:
একুশে বইমেলা ২০১৪

মুদ্রণ:
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মূল্য : ১২০.০০

প্রাপ্তিস্থান:
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Chotoder Ibn Batuta Written by Fazlur Rahman jewel and Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. **Price : 120.00 only US$: 3.00** **ISBN 984-70241-0070-0**

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ছোটদের জন্যে লেখা এই বই। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ছোটদের জন্যে লেখা প্রকাশনায় বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ছোট বলতে কিণ্ডারগার্টেন থেকে মাধ্যমিক--সব পড়ুয়াকেই ধরা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ছোটদের নতুন ভাষা শেখাতে প্রয়োজন নতুন সৃষ্টিশৈলী আর নতুন আঙ্গিকের উপস্থাপনা। সেই লক্ষ্যে তরুণ কথাসাহিত্যিক ফজলুর রহমান জুয়েল এর লেখা বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ-কাহিনি *রেহলা* থেকে মজাদার কয়েকটি ঘটনা নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বইটি।

প্রকাশনা অঙ্গনের উপলব্ধি থেকে জানি, বাবা-মায়েরা চান তাঁদের ছেলেমেয়েরা যুগের উপযোগী বাংলা ভাষা শিখুক। সে-জন্যে অনেকেই ছোটদের উপযোগী মান-সম্মত কথাসাহিত্যের বই খোঁজেন। ফজলুর রহমান জুয়েল এর *ছোটদের ইবনে বতুতায়* পরিবেশিত গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর উৎসাহী পাঠকদের প্রতিক্রিয়া থেকে এই আশা করতে পারি, ইনশাআল্লাহ,বাবা-মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে এবইটি কিনলে অন্তত নিরাশ হবেন না।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইবনে বতুতা ১৭
এ কী কথা শায়েখের মুখে! ২২
হাতির কাণ্ডজ্ঞান ৩০
মুর্খ এক কিপ্টে রাজা ৩৫
তুর্কিস্তান-সুলতান ও এক ইমাম ৩৮

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আমাদের দেশে তেমন সাড়া-শব্দ নেই। অথচ ভাবৎ বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসু জগতে আলোড়নের ঢেউ বয়ে চলেছে মহান এক মনীষী ও তাঁর এক গ্রন্থ নিয়ে। বহু কাল ধরে। মহান সেই মনীষীর নাম ইবনে বতুতা। আর সেই গ্রন্থখানির নাম *রেহলা*।

ইবনে বতুতার *রেহলা* বিশ্বসাহিত্যের এক অমুল্য সম্পদ। ইতিহাসেরও অনন্য দলিল। মধ্যযুগে ১৩২৫ ইং সন থেকে ১৩৫৪ইং সন পর্যন্ত তাঁর সুদীর্ঘ ২৯ বছর ধরে বিশ্ব পরিভ্রমণের কাহিনি নিয়ে আরবি ভাষায় এ গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থের পুরো নাম *তুহফাতুন নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আসফার।* যার অর্থ দাঁড়ায়, আজব নগরীসমুহ অবলোকন আর বিস্ময়কর এক সফরের উপঢৌকন। সংক্ষেপে এটি *রেহলা* মানে ভ্রমণকাহিনি নামেই পরিচিত।

একালে *রেহলা* অনুদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ভাষায়। এমনকি উর্দু,আরবি,তুর্কি,মালয়,বাংলাসহ বিশ্বের আরো অনেক প্রসিদ্ধ ভাষায়। নিরন্তর পড়াশোনা-গবেষণা চলে আসছে অমর এই গ্রন্থখানির ওপর। আর লেখালেখি? হ্যাঁ, সেটা যে কি পরিমাণ হয়েছে এবং আজো হচ্ছে, তার হিসেব কেউ বলতে পারেন না। কেবল এটুকুই বলা যায়, অজস্র।

একাজে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইউরোপসহ গোটা পশ্চিমা জগৎ। অসাধারণ এক গুপ্তধন হাতে পেয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের *রেহলা* নিয়ে। তাঁরা জ্ঞান-চর্চার তাগিদে *রেহলা* পাঠ করছেন। গবেষণা করছেন। তাঁদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে বতুতা ও *রেহলার* ওপর প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। লেখালেখি চলছে। খ্যাতিমান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকাশ করে আসছে এ সংক্রান্ত গবেষণামুলক নতুন নতুন গ্রন্থ। *রেহলা* সম্পর্কে তাঁরা অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, It is a valuable and interesting record of places which add to our understanding of the Middle Ages.

কিন্তু আমাদের দেশে? না। বাংলা ভাষায় এবিষয়ে গবেষণামুলক কোনো উদ্যোগ এমনকি শিশুকিশোর-উপযোগী কোনো প্রকাশনাও এখন পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

যতদূর জানা যায়. *রেহলা* প্রথম অনুবাদ হয় ইংরেজি ভাষায় ১৮২৯ ইং সনে লন্ডন থেকে। পশ্চিমা বিশ্বে তখন নানাভাবে নতুন নতুন জ্ঞান-গবেষণা ও আধুনিক অগ্রযাত্রার কেবল সূত্রপাত হয়েছে। হাতি-ঘোড়া ছেড়ে তাঁরা যন্ত্রচালিত বাহনে চড়ে বেড়ানো শুরু করেছেন সবেমাত্র। উদ্ভাবন করছেন নিত্যনতুন প্রযুক্তির এটা-ওটা। আর বিশ্ববাসী অবাক চোখে তাকিয়ে কেবল দেখছে। জানতে চাচ্ছে, ভাইসব! কেমন করে শিখলে তোমরা জ্ঞান-গবেষণা ও অগ্রগতির নানা উপায়?

ক্যামব্রিজের আরবি-বিষয়ক অধ্যাপক Samuel Lee (1783 – 1852) করেছিলেন সেই অনুবাদের কাজটি। অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ***Battuta Ibn; The Travels of Ibn Battuta in the Near East Asia and Africa 1325 –1354***

www.pathagar.com

এই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ সর্বশেষ ২০১০ইং নিউইয়র্কের Cosimo, Inc থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পশ্চিমা সমাজের বোধ-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন অনেক বিষয় ও পরিভাষা সেই অনুবাদে সংক্ষিপ্তকরণের অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

১৮৫৩ইং সনে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ***Voyages d'Ibn Batoutah*** নামে প্যারিস থেকে আরো একখানা ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্যারিসে অবস্থিত Collège de France এর আরবি ভাষাবিষয়ক অধ্যাপক Charles François Defrémery (1822-1883) ও অপর এক ফরাসি লেখক Beniamino Raffaello Sanguinetti,এই দুজনে লেখেন। দীর্ঘ পাঁচ খন্ডে তা সমাপ্ত হয়। প্রকাশিত হয় লন্ডনভিত্তিক প্রাচীন প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান Hakluyt Society থেকে।

পরে এগিয়ে এলেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি-বিষয়ক অধ্যাপক H.A.R. Gibb (1895–1971). তিনি তখন University of London এর আওতাধীন পরিচালিত School of Oriental Studies এর আরবি-প্রভাষক। *রেহলার* ইংরেজি অনুবাদ করলেন। অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ***Ibn Battuta Travels in Asia and Africa 1325-1354.*** সম্পাদনা করলেন দুজনে। একজন হলেন E Denison Ross. অপর জন Eileen Power. গ্রন্থটি লন্ডন থেকে ১৯২৯ইং সনে প্রকাশ করে G. Routledge & sons, ltd.

প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের জন্যে বিখ্যাত দিল্লির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান Asian Educational Services থেকেও Gibb এর গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ হয়েছে। যা বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এই গ্রন্থেও মূল আরবি গ্রন্থের সব বিষয় ও পরিভাষা সমানভাবে পরিবেশিত হয় নি। সর্বোপরি অনুবাদ করেছেন তিনি বিভিন্ন অংশ বাছাই করে। এই কাণ্ড ঘটানোর নিপুণ স্বীকৃতিও আছে গ্রন্থের কভারে। লেখা আছে Translated and selected by H.A.R. Gibb . তবু এই গ্রন্থটিই হয়ে উঠল অসামান্য মর্যাদার অধিকারী।

কেমন করে? হ্যাঁ, বলছি সে-কথা। এই অনুবাদ দিনে দিনে গিয়ে পৌঁছাল ইংরেজি ভাষী শিক্ষিতমহলের হাতে, অমনি রীতিমতো চোখ খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়াল সকলের! দিকে দিকে পড়ে গেল হইচই। আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেল *রেহলার* ওপর অধিকতর গবেষণা ও লেখালেখি। তাতে Samuel Lee,Defrémery- Sanguinetti ও H.A.R. Gibb এর সেই কাটছাট-করা অনুবাদ-গ্রন্থই সর্বত্র অনুসন্ধান-গবেষণার মূল দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকল।

দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে আজকাল এসে তাকিয়ে অবাক হতে হয় আধুনিক জ্ঞান-গবেষণায় অগ্রসর নানা দেশে *রেহলা* ও ইবনে বতুতাকে নিয়ে লেখালেখির ব্যাপকতা দেখে।

www.pathagar.com

এই লেখালেখির ধরনটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেউ করেছেন গতানুগতিক অনুবাদ। কেউ করেছেন বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ। কারো লেখার বিষয়বস্তু তাঁর গবেষণালব্ধ মতামত। আবার কেউ রচনা করেছেন সাহিত্য। আর কারো লেখার বিষয়বস্তু ইবনে বতুতা বা *রেহলা* না-হলেও এ সম্পর্কে করেছেন প্রাসঙ্গিক জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ। অনেকে *রেহলা* থেকে শুধু ঐতিহাসিক নানা ঘটনাবলি তুলে এনেছেন। মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা করেছেন।

কোনো মনীষীর একক কোনো গ্রন্থ নিয়ে এত ব্যাপক চর্চার ঘটনা নজিরবিহীনও বটে।

গোটাকয় উদাহরণ দেখাই। Edition Gallimard ফ্রান্সের মর্যাদাশীল এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। পুরনো ও ঐতিহাসিক নানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে Gallimard বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। তাঁরা ১৯৯২ইং সনে বের করেছে ***Voyages et periples choisis***. ইবনে বতুতার ভ্রমণ-কাহিনির ওপর গবেষণালব্ধ লেখা। ৩৫৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় লিখেছেন ফরাসি গবেষক Paule Charles.

এর আগে ১৯৬৪ ইং সনে প্যারিসের Editeurs থেকে ৭৪৯ পৃষ্ঠার আরেকটি সম্পাদিত ও অনূদিত সংস্করণ বেরিয়েছে। নাম ***The Travels of Ibn Battuta.***

ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় ইবনে বতুতাকে নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ***Voyages: De La Mecque aux steppes russes.*** ৪৬৮ পৃষ্ঠার এক বিরাট গবেষণা-গ্রন্থ এটি। লিখেছেন কনষ্ট্যান্টিনোপল (ইসতামবুল) এর খ্যাতিমান গবেষক Stephane Yerasimos (জন্ম: ১৯৪২ইং)।

ইয়েরাসিমস বসবাস করেন ফ্রান্সে। প্যারিস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তিনি। তাঁর এই গ্রন্থের যে কপিটি দেখার সুযোগ হয়েছে, সেটি প্যারিসের La Decouverte Publishing Co. থেকে প্রকাশিত ১৯৯৭ইং সনের পুণর্মুদ্রণ।

মরক্কোর বিখ্যাত লেখক ও রেডিও-ভাষ্যকার Lotfi Akalay (জন্ম: ১৯৪৩ইং) এর গবেষণা-গ্রন্থটিও বেশ আলোচিত। ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় লেখা ৩৩৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির নাম ***Ibn Battouta: Prince des Voyageurs*** প্রকাশ করেছে প্যারিসের প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান Editions le Fennec. প্রকাশকাল ১৯৯৮ইং।

ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় আরেকটি গবেষণা-গ্রন্থ হলো ***La rihla d'Ibn Battûta, voyageur écrivain marocain***. লেখক Boussif Ouasti. ৩২৫ পৃষ্ঠার এগ্রন্থটি প্যারিস থেকে প্রকাশ করেছে L'Harmattan, প্রকাশকাল ২০০৬ইং।

পশ্চিমা জগতে আজকাল ইবনে বতুতাকে নিয়ে শিশুসাহিত্য পর্যন্ত রচনা হচ্ছে।

অ্যামেরিকান কথাসাহিত্যিক James Rumford এর কথা অনেকে জানেন। জন্ম দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। বসবাস করেন হাওয়াই। সুদক্ষ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি এখন দেশে-

www.pathagar.com

বিদেশে সুপরিচিত। শিশু-কিশোরদের জন্যে মজার মজার বই লেখেন। তাঁর বইয়ের কাটতিও অনেক। জনৈক ফরাসি পন্ডিতের জীবনের চমকপ্রদ নানা ঘটনার ওপর লেখা Seeker of Knowledge, এক চায়না বুড়ু ও তাঁর নাতি সমরকন্দ সুলতানের হাতে পাকড়াও হওয়ার কাহিনি সম্বলিত The Cloudm, আরেক সাধারণ লোকের অসাধারণ যত চিন্তাধারা নিয়ে লেখা Sequoyah ইত্যাদি বইগুলোর বদৌলতে তিনি অর্জন করেছেন বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

James Rumford ইবনে বতুতার ওপর লিখেছেন শিশু-কিশোর উপযোগী চমৎকার একটি বই। এটির নাম ***Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325-1354.*** আরবি ক্যালিওগ্রাফিসহ নানা দৃষ্টিনন্দন ছবিও এঁকেছেন তিনি বইটিতে। ২০০৯ইং সনে এটি প্রকাশ করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার San Diego থেকে প্রকাশনা সংস্থা Baker & Taylor .

ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় এই বইটির অনুবাদও প্রকাশ হয়েছে। অনুবাদ করেছেন Fenn Troller। নাম ***Le Fabuleux Voyage d' Ibn Battuta 1325-1354 .*** প্যারিস থেকে এটি প্রকাশ করেছে Syros। শিশু-কিশোর এ বইটি ফ্রান্সেও নাকি ভালো সাড়া ফেলেছে।

অ্যামেরিকাতেও ইবনে বতুতা-চর্চার ইতিহাস যেমন পুরনো, তেমনি সমৃদ্ধ।

Markus Wiener Publishers অ্যামেরিকার একটি শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তাঁরা প্রকাশ করেছে ইংরেজি ভাষায় ***Ibn Batuta in Black Africa.***পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮। দুজনের যৌথ গবেষণা ও লেখা এটি। একজন হলেন পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী শিখ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পন্ডিত Noel Quinton King এবং অপরজনের নাম Said Hamdun. এটি সান ফ্রান্সিসকো নগরীর বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা Publisher's blurb. থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

সান দিয়াগো ষ্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Ross E Dunn অ্যামেরিকান ইতিহাসবিদ হিসেবে বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। ১৯৮৪ইং সনে তিনি বিশ্ব ইতিহাস সমিতির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা-গ্রন্থ। নাম ***The adventures of Ibn Battuta, a Muslim traveler of the fourteenth century*** প্রকাশ করে University of California Press. এটি Croom Helm, London থেকেও প্রকাশ করা হয়েছে।

তাঁর এ গ্রন্থ তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেছেন তুরস্কের লেখিকা Yesim Sezdirmez অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ***İbn Battuta'nın dünyası*** ইসতামবুল থেকে প্রকাশ করেছে Klasik Publisher. ২০০৪ ইং সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৩.

Ross E. Dunn এর গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়। অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ***Petualangan Ibnu Battuta: seorang musafir Muslim abad ke-14.*** ৫৪১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ জাকার্তা থেকে প্রকাশ করেছে Yayasan Obor Indonesia.

www.pathagar.com

ইবনে বতুতাকে নিয়ে Ross E Dunn এর লেখা মালয় ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। নাম ***Pengembaraan Ibn Battuta: musafir Islam.*** ৩৮০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ২০০৫ ইং সনে মালয়েশিয়ার Penerbit University থেকে প্রকশিত হয়।

ইংরেজিতে লেখা Ross E. Dunn এর ৪৮ পৃষ্ঠার ছোট আরেকটি বইয়ের নাম ***Ibn Battuta - Calliope: Muslim Scholar And Traveler.*** এটি প্রকাশ হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। প্রকাশক Publishers Group West. প্রকাশকাল ১৯৯৯ইং। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক বিবরণটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

কেবল Ross E Dunn এর লেখাই নয়। অ্যামেরিকাতে ইবনে বতুতাকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে আরো অনেক!

Charleston, South Carolina তে অবস্থিত BiblioBazaar পুরনো ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। যথেষ্ট সুনামও আছে তাঁদের প্রকাশনা-জগতে। BiblioBazaar ইবনে বতুতার লেখার ওপর গবেষণামুলক একটি বই প্রকাশ করেছে বিগত ২০১১ইং সনে। নাম ***Marinid Dynasty, Including: Ibn Battuta, Rihla.***

আর Indiana University থেকে ১৯৯৯ইং সনে প্রকাশ হয়েছে Kate S. HammerGi লেখা ***The role of women in Ibn Battuta's Rihla.*** এ গ্রন্থটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২। এটিও গবেষণা।

ইবনে বতুতার ওপর অ্যামেরিকার University of Michigan এর আওতাধীন Oriental Translation Fund এর অনুবাদ ও গ্রন্থনার মাধ্যমে নতুন আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ হলো গত ফেব্রুয়ারি ২০১১ইং মাসে। নাম ***The Travels of Ibn Batuta.*** পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৯। কিন্তু বাংলা প্রবাদ 'যে লাউ, সে-ই কদু'র মতো অবস্থা এই গ্রন্থটিরও। কারণ অপরাপর পশ্চিমা লেখকদের মতোই মূল আরবি'র পরিবর্তে Samuel Lee এর অনুবাদকেই মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁরা। ২৫৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে লন্ডন থেকে Oriental Translation Committee

জ্ঞান-গবেষণায় অগ্রসর এমন আরো অনেক দেশে হচ্ছে কত লেখালেখি! রচিত হচ্ছে কত গ্রন্থ! কত নিবন্ধ!

স্পেনের মাদ্রিদ থেকে লেখক Ana Pinto লিখেছেন ৭৪ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। নাম ***Mandeville's Travels: A Rihla in Disguise.*** ইংরেজিতে লিখেছেন। অসামান্য গবেষণা। প্রকাশক Complutense University of Madrid এর আওতাধীন পরিচালিত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান Editorial Complutense. প্রকাশকাল ২০০৫ইং।

স্পেনের খ্যাতনামা ইতিহাস-গবেষক, কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ও অক্সফোর্ড ইসলামি শিক্ষা-কেন্দ্রের ফেলো Leonard Patrick Harvey লিখেছেন ***Ibn Battuta: Makers***

www.pathagar.com

of Islamic civilization. মোট ১২৭ পৃষ্ঠার এই গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করেছে লন্ডন ও নিউইয়র্ক-ভিত্তিক প্রকাশনা-সংস্থা I.B. Tauris.

উজবেকিস্তানের তাশকান্ত ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অব ইকোনোমিকস এর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজের রেক্টর Ibrahimov Nematulla Ibrahimovich লিখেছেন ***The travels of Ibn Battuta to Central Asia***, গ্রন্থটি গবেষণা-প্রধান। ব্রিটেনের Ithaca Press থেকে ১৯৯৯ ইং সনে এটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪।

এবার আরব-জাহানের কথা বলি। ইবনে বতুতাকে নিয়ে লেখালেখি আরবি ভাষায়ও কম হচ্ছে না।

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সে-দেশের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কালিমাত পাবলিশিং হাউস আরবি ভাষায় শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা ***ইবনে বতুতা*** প্রকাশ করেছে। এটি লিখেছেন লেবাননের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও শিশু-কিশোর-লেখিকা ফাতিমা শারাফুদ্দিন (জন্ম: ১৯৬৬ইং)। এই বইটি লেখিকার সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম হিসেবে আরবীয় পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

মিশরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যাপক তারেক মাহফুজ এর লেখা আরবি ভাষায় ***ইবনে বতুতা*** প্রকাশিত হয়েছে ২০১১ইং সনে। ৪৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে অ্যামেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা থেকে Lulu.Com. এই বইটিও সাহিত্যকর্মের পর্যায়ভুক্ত।

ইয়েমেনের সানা নগরীর ইতিহাস-গবেষক Tim MacKintosh লিখেছেন চারটে গবেষণা-গ্রন্থ। এর মধ্যে দুটো প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ প্রকাশনা-সংস্থা Picador থেকে। ২০০২ইং সনে হয়েছে ***Travel with a Tangerine***। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫১। আর ২০০৩ইং সনে ***The Travels of Ibn Battuta*** । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০।

তাঁর তৃতীয় গ্রন্থটির নাম ***Mannen fra Tanger: en reis i Ibn Battutah fotnoter***. ২০০২ইং সনে প্রকাশিত হয়েছে নরওয়ে থেকে। এটি ফ্র্যাঙ্ক ভাষায় লেখা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪। প্রকাশ করে H. Aschehouge and Co.

চতুর্থ গ্রন্থ ***Landfalls: On the edge of Islam with Ibn Battutah.*** এটিও ফ্র্যাঙ্ক ভাষায়। মোট ৩৮৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ২০১১ইং সনে লন্ডন থেকে John Murray Publisher প্রকাশ করে।

২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ,ইন্ডিয়া)'র বহু ভাষাবিদ ও ইতিহাসবিশারদ হরিনাথ দে (১৮৭৭ - ১৯১১ইং) ইবনে বতুতার ওপর ইংরেজিতে লিখেছেন ***Ibn Batutah's Account of Bengal***. প্রাণবেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০। প্রকাশ করেছে Prajna Publication Company. এই গ্রন্থটিতেও গবেষণাই প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষী এই পন্ডিত চায়না, তিব্বতি, সংস্কৃত,পালি,আরবি,পারসি,গ্রিক,ইংরেজি ও ল্যাটিনসহ ৩৪টি ভাষায়

www.pathagar.com

পারদর্শী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন বেশ দিন।

১৯৫৩ইং সনে ইন্ডিয়ার Mahdi Husain এর গ্রন্থ ***The Rehla of Ibn Battuta (India, Maldive Islands and Ceylon)*** প্রকাশিত হয় হয় Oriental Institute, Baroda থেকে। এটি বিশ্লেষণসহ ইংরেজি অনুবাদ। শিরোনামের নিচে লেখা আছে Translation and Commentary.

এটি Oriental Institute,Chicago থেকেও বের হয়।

ইন্ডিয়ায় লেখালেখি হয়েছে হিন্দিতেও। Mukundilala Srivastava লিখেছেন হিন্দি ভাষায় ২২৮ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। নাম ***Ibne Batoota ki Bharat Yatra ya***. প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়া সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিচালিত স্বায়ত্বশাসিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান National Book Trust, (NBT). প্রকাশকাল ১৯৯৭ইং সন। এতে আছে অনুবাদ। পাশাপাশি বিশ্লেষণ।

H.A.R. Gibb এর লেখা ***Ibn Battuta Travels in Asia and Africa 1325-1354*** গ্রন্থটি ইন্ডিয়া থেকেও ২০০৬ইং সনে প্রকাশ পেয়েছে। করেছে দিল্লির প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা Manohar.

পিছিয়ে নেই পাকিস্তান।

রেহলা পাকিস্তানের নওয়াজিশ আলী খান কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত হয়েছে। লাহোর থেকে প্রকাশিত সে-অনুবাদ-গ্রন্থটির নাম ***সফরনামে শায়েখ ইবনে বতুতা***।

পাকিস্তানে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ইবনে বতুতার ওপর। ১৯৭৬ইং সনে করাচি থেকে Nafees Academy প্রকাশ করেছে উর্দু ভাষায় Rais Aḥmad Jafri এর লেখা উর্দু অনুবাদ ***Safar nama Ibn Batuta.***

একই নামে অর্থাৎ ***Safarnama Ibne Batuta*** লাহোরের Takhliqat প্রকাশন থেকেও বের হয়েছে। এটিও উর্দু অনুবাদ। লেখক Mohammad Hussain .প্রকাশকাল ১৯৯৩ইং।

বছর-কয়েক আগে লন্ডনের সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা Hood Hood Books প্রকাশ করে Abd al-Rahman Azzam ও Khalid Seydo 'র ইংরেজি ভাষায় লেখা ইবনে বতুতার উপর মোট তিনখানা বই। ১. ***Ibn Battuta, Son of the Mighty Eagle*** ২. ***Ibn Battuta and the Tatar Princess*** ৩. ***Ibn Battuta and the Lost Shado.***এই বইগুলিতে নান্দনিক ভাষায় বিবৃত হয়েছে কিছু মজাদার ঐতিহাসিক কাহিনি।

Oxford University Press ২০১০ইং সনে ছোটদের উপযোগী একটি বই প্রকাশ করেছে। Ollie Cuthbertson এর সুন্দর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ এ বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১।

www.pathagar.com

ইতিহাসনির্ভর সাহিত্য। নাম ***The Travels of Ibn Battuta***। বইটি লিখেছেন অ্যামেরিকান লেখক Janet Hardy-Gould.

বর্তমান বিশ্বে ইবনে বতুতাকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের বিবরণ আরো লিখতে গেলে বর্ণিত তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কলেবর বেড়ে যাবে এই লেখাটির। কেবল পুস্তক প্রকাশনাই কেন, সউদি আরবের *অ্যারামকো ওয়ার্ল্ড* সাময়িকী, ব্রিটেনের Royal Asiatic Society সহ বিভিন্ন দেশে প্রসিদ্ধ গবেষণা-সাময়িকী সমুহেরও রয়েছে ইবনে বতুতার উপর নানা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ। তার মধ্যে একটি সাময়িকীর নিবন্ধের কথা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সাময়িকীটি হলো ত্রৈমাসিক *Archiv Orientalni.* নিবন্ধের নাম The chronology of Ibn Battuta's travels. লেখক Ivan Hrbek.

দুবাইতে ইবনে বতুতার নামে তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বিশাল বিপণিবিতান। নাম ইবনে বতুতা শপিং মল। ইবনে বতুতার কাহিনি অবলম্বনে স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। Journey to Mecca নামে সে-চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছে বিগত জানুয়ারি ২০০৯ইং সনে। মোটকথা ইবনে বতুতাকে নিয়ে বিশ্বের বোদ্ধামহলে যেমন আছে অপার আগ্রহ, তেমনি আছে শ্রদ্ধা-অনুরাগ।

কিন্তু আমাদের দেশ-সমাজ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। যা আধুনিক জ্ঞান-গবেষণায় সমৃদ্ধির এই যুগে কাম্য হতে পারে না। অবশ্য এপর্যন্ত বাংলা ভাষায় বেশ ক'টি অনুবাদ হয়েছে। তা-ও পশ্চিমাদের আগে নয়। অনেক পরে। তাছাড়া বাংলা অনুবাদ একটিও মূল আরবি থেকে হয় নি। হয়েছে পশ্চিমাদের ইংরেজি থেকে। বাংলা একাডেমী থেকে ইতিপূর্বে বেরিয়েছে মোহাম্মদ নাসির আলী অনূদিত *ইবনে বতুতার সফরনামা।* কিন্তু তা H.A.R. Gibb এর গ্রন্থের অনুবাদ। স্বনামধন্য প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান *ঐতিহ্য* প্রকাশ করেছে ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা। H.A.R. Gibb এর গ্রন্থের এ অনুবাদটি করেছেন ইফতেখার আমিন। হাল আমলের আরো কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে একই রকম দুয়েকখানা অনুবাদ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

আমাদের আরবি-শিক্ষিতমহল কেন এক্ষেত্রে আজো হাত গুটিয়ে আছেন জানি না।

পরিতাপের বিষয়ই বইকি, এই ক্ষেত্রে একশ্রেণির গবেষক-লেখকরা তাঁদের সাধনালব্ধ ফলাফল যা উপস্থাপন করছেন, তাতে ভিন্ন বোধ-বিশ্বাসের কারণে তাঁদের দ্বারা সব নির্যাস যে ঠিকমতো বেরিয়ে আসছে না, তা বলাই বাহুল্য। এমনকি ইবনে বতুতার ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ যেমন আমির, শায়েখ, তাকওয়া, আউলিয়া, কারামত, ইত্যাদির পারিভাষিক অর্থ অনুদঘাটিত রেখে শাব্দিক অনুবাদ করে পড়ছেন তাঁরা। সর্বোপরি তাতে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ও কাটছাঁটের পাশাপাশি উদ্ভট অনুবাদও। যেমন মাদরাসার অনুবাদ কলেজ-মসজিদ। আমিরুল মুমিনিন এর অনুবাদ বিশ্বাসীদের কমান্ডার। এরকম আরো অনেক শব্দ ও পরিভাষা।

www.pathagar.com

সম্প্রতি অ্যামেরিকার David Waines তো পুরো আবোল তাবোলই বলে বসেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম ***The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer***. এটি ২০১০ইং সনে বের করেছে University of Chicago Press.

বলেছিলাম অ্যামেরিকার James Rumford এর কথা। ইবনে বতুতাকে নিয়ে লিখেছেন ***Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325-1354.*** কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, পশ্চিমা এই নামকরা লেখকের বইটিও সে-একই ধাঁচের। সযতনেই কিনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে ইবনে বতুতা ও *রেহলার* অনেক গুরত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়। সর্বোপরি কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্যে অবতারণা করা হয়েছে উদ্ভট ও অপ্রাসঙ্গিক নানাকিছু।

*Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325-1354.*এর শুরুটা এভাবে,

At the Edge of the World

In the days, when the earth was flat and Jerusalem was the center of the world, there was a boy named Ibn Battuta.

Ibn Battuta lived on the Very edge of the earth....."

বিশ্বের প্রান্তঃসীমায়

"সেই সময়কার কথা, যখন ধরিত্রী ছিল সমতল। আর জেরুজালেম নগরী ছিল বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। তখন ইবনে বতুতা নামে ছিল এক বালক।

ধরিত্রীর একেবারে প্রান্তঃসীমায় বাস করত ইবনে বতুতা....."

যে কেউ বলবেন, পৃথিবী সমতল ছিল (?) এমন অবৈজ্ঞানিক তথ্য শিশু-কিশোরদের সামনে তুলে ধরার কী মানে? জেরুজালেম নগরী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এই বিশ্বাস ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাবা শরিফ। তাছাড়া আচমকা এখানে জেরুজালেমের কথা টেনে আনারই বা হেতু কি?

শুধু তা-ই নয়, ইবনে বতুতা বাস করতেন মরক্কোতে। সেই দেশ পৃথিবীর এক প্রান্তে নয়, আফ্রিকা মহাদেশের একপ্রান্তে অবস্থিত।

যাক সে-কথা। আমাদের বক্ষ্যমাণ বই *ছোটদের ইবনে বতুতা* অন্য কোনো লেখকের বইয়ের অনুবাদ নয়। ছায়াবলম্বনও নয় কারো বইয়ের। এটি সরাসরি ইবনে বতুতার মূল আরবি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি ঘটনা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপনমাত্র। আর বর্তমান বিশ্বের নানা প্রান্তে ইবনে বতুতা-চর্চার যে চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সেটা তৈরি হয়েছে দীর্ঘ অনুসন্ধানের মাধ্যমে। একক কোনো সুত্র থেকে প্রাপ্ত নয়। নানা দেশীয় যে-সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে বেশকিছুর কপি আমার নিজের কাছেই আছে। এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ

www.pathagar.com

ছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ক্যাটালগ, ওয়েবসাইট, লেখক-অভিধান, বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও গবেষণা জার্নাল এবং বিদেশে অধ্যয়নরত বন্ধুবান্ধবদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে যে-কথা না-বললেই নয় আরকি! *রেহলার* ভাষা সহজ। কিন্তু বর্ণনা-শৈলী পুরোটা সহজ না কিছুতেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বুঝে উঠতে যথেষ্ট তালগোল পাঁকিয়ে যায়। তখন আনুষঙ্গিক বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি, বিশ্বকোষ ইত্যাদির সহায়তায় গভীর চোখে পঠন ও পর্যালোচনার পর উদ্ধার করা যায় মূল ঘটনা-বিবরণের স্বরূপ ও ধারাবাহিকতা। অত্যুক্তি হবে না বোধ করি, *রেহালা* পড়লে কখনো নিটোল উপন্যাসের মতো টানটান অনুভূত হয়। জাগায় শিহরণ। কখনো মনে হয় কবিতার মতো। যেখানে শব্দ-গাঁথুনির ছাঁচবন্দি অবস্থায় লুকায়িত বিস্তর কথকতা ও ভাব।

রেহলার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে তদানীন্তন বিশ্বের অনেক অজানা কথা বের হয়ে এসেছে। সেকালের মানুষ কি খেত, কি পরত, কি ধরণের জীবন যাপন করত, রাষ্ট্র কারা কিভাবে চালাত, ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক কিছু ধারণা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ইতিহাস, ঐতিহ্য আর প্রথা-রেওয়াজ, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতাসহ জীবনঘনিষ্ট অনেক অজানা কথা। ইতিহাস পড়ে যা পাওয়া যায় না।

ইবনে বতুতার আলোচনায় আছে ইতিহাসের মজার মজার অনেক টুকিটাকি-কাহিনি! এধরনের কয়েকখানা কাহিনি গল্পাকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে আমাদের এই বই *ছোটদের ইবনে বতুতা* তে। এতে *সউদি আরামকো ওয়ার্লড* সাময়িকীসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য-সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে

01.**Turkestan: The Heart of Asia**

William Eleroy Curtis, George H. Doran Company, New York .

02. **Encyclopadea Britannica.**

03. **Great Soviet Encyclopedia** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠক মহলে সমাদৃত হলে ছোটদের জন্যে এ বিষয়ে আরো লেখার ইচ্ছে রইল। আশা করি, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার স্বার্থে ইবনে বতুতা-চর্চায় খানিকটা হলেও সহায়ক হবে। শিশু-কিশোররা পড়ে আনন্দ পাবে।

– ফজলুর রহমান জুয়েল

www.pathagar.com

ছোটদের

ইবনে বতুতা

www.pathagar.com

ইবনে বতুতা

অনেক দিন আগের কথা। তানজাহ নগরে বাস করতেন এক দুরন্ত সাহসী যুবক। নাম তাঁর আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বতুতা। বিখ্যাত এক আলেম-পরিবারের সন্তান। লোকমুখে তিনি ইবনে বতুতা নামে পরিচিত।

ইবনে বতুতার জন্ম ইসায়ি ১৩০৪ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি। বাবার নাম আবদুল্লাহ আল লাওয়াতি আত তানজি ইবনে বতুতা। বতুতা তাঁদের বংশীয় উপাধি।

বাবা আবদুল্লাহ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ এক আলেম ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। পদবি ছিল কাজি। সে-কালে বিচারক পদটিকে কাজি বলা হত। কাজিগণ শরিয়া আইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

তাঁদের পরিবারে বংশ-পরম্পরায় সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত আলেম।

ছোটবেলা থেকেই ইবনে বতুতা ছিলেন প্রতিভাবান এবং খোদাভীরু। কি বিদ্যে-বুদ্ধি আর কি শক্তি-সাহস– কিছুতেই তাঁর জুড়ি ছিল না। সবসময় পাকসাফ থাকতে পছন্দ করতেন। হালাল-হারাম অর্থাৎ ভালো-মন্দ পরখ করে চলতেন। ইবাদত-বন্দেগিতে ছিলেন পাকা। কখনো নামাজ কাযা হত না। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। কখনো অনিষ্টকর কাজে জড়িত হতেন না। সমগ্র তানজাহ নগরে তাঁর মতো আদর্শ যুবক খুঁজে পাওয়া ছিল ভার।

www.pathagar.com

মাতৃভাষা ছিল তাঁর আরবি। তাই কথা বলতেন বিশুদ্ধ আরবি ভাষায়।

তানজাহ হলো মরক্কো দেশের উত্তরাঞ্চলে সাগরপাড়ে অবস্থিত ছোট এক শহর। আধুনিককালে নাম যার তানজিয়ার্স (Tangiers)। মরক্কোর প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-নগরী।

যুবক ইবনে বতুতার মনে পবিত্র এক ইচ্ছে জাগল, তিনি হজ্ব করবেন। বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবেন। জেয়ারত করবেন রাসুল সা. এর রওজা।

ইচ্ছের কথা জানালেন মা-বাবাকে। মা-বাবা দিলেন অনুমতি।

সে-কালে মরক্কো থেকে পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে আসা কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ যন্ত্রচালিত কোনো বাহন ছিল না। মানুষ একদেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করত পায়ে হেঁটে। না-হয় ঘোড়া বা উটে চড়ে। তাই মরক্কো থেকে হজ্বে আসতে এবং যেতে সময় লাগত ষোলো থেকে সতেরো মাস। তা-ও বাড়তি বিলম্ব কোথাও না-করলে। ঘুরে বেড়ালে তো আর কথাই নেই। মাসের পর মাস গিয়ে বছর ফুরোবে। তবু পথ ফুরোবে না।

১৩২৫ইং সন। ইবনে বতুতার বয়স তখন ২১ বছর। এবছর জুন মাসের ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার রওয়ানা হলেন মক্কার পথে। কারও সাথে নয়। সম্পূর্ণ একাকী।

শুরু করলেন হাঁটা।

www.pathagar.com

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন এসে এক শহরে। সুন্দর ঘর-বাড়ি আর দোকানপাটশোভিত চারদিক। শহরের নাম মিলিয়ানা। এখানে দেখা পেলেন এক সওদাগর-কাফেলার। তাঁরা তিউনিসিয়া থেকে এসেছে। যাবে মক্কা।

মিলিয়ানা বর্তমানে আলজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর।

উটের কাফেলা

ইবনে বতুতা কাফেলার লোকদের সাথে পৌঁছলেন এসে তিউনিসিয়া। সেখান থেকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। তারপর গেলেন আল কাহেরা নগরী। যা একালে কায়রো নামে পরিচিত।

কায়রো থেকে সাগর পেরিয়ে সোজা গাজা নগরী পৌঁছলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন আল্লাহর নবি হজরত ইবরাহিম আ. এর স্মৃতিবিজড়িত হেবরন শহর। সেখান থেকে রামলাহ। যেখানে শয়ে শয়ে নবি-রাসুল চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁদের কবর জেয়ারত করলেন। দেখলেন আশপাশের বিভিন্ন এলাকা। তারপর জেরুজালেম। পথিমধ্যে দেখে গেলেন ইসা আ. এর জন্মস্থান বাইতু লাহম। যা একালে বেথেলহেম নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

গাজা একালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর। হেবরন অবস্থিত পবিত্র জেরুজালেম নগরীর দক্ষিণে। হেবরন থেকে বাইতু লাহম আর জেরুজালেম, সমগ্র এলাকা এখন তথাকথিত রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক জবরদখলকৃত। হেবরন মুসলমানদের ইতিহাসে আল খালিল নামে অভিহিত। মুসলিমজাহানের খলিফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল: ৭১৫-৭১৭ইং) এর প্রতিষ্ঠিত রামলা শহরটিও বর্তমানে ইসরাইল কর্তৃক জবরদখলকৃত। যা এখন রামাল্লা নামে সমধিক পরিচিত।

থেমে নেই ইবনে বতুতা। আবার রওয়ানা। এবার নাবলুস। তারপর বইরুতে। নাবলুস এখন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগরী। আর বইরুত হচ্ছে লেবানন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী।

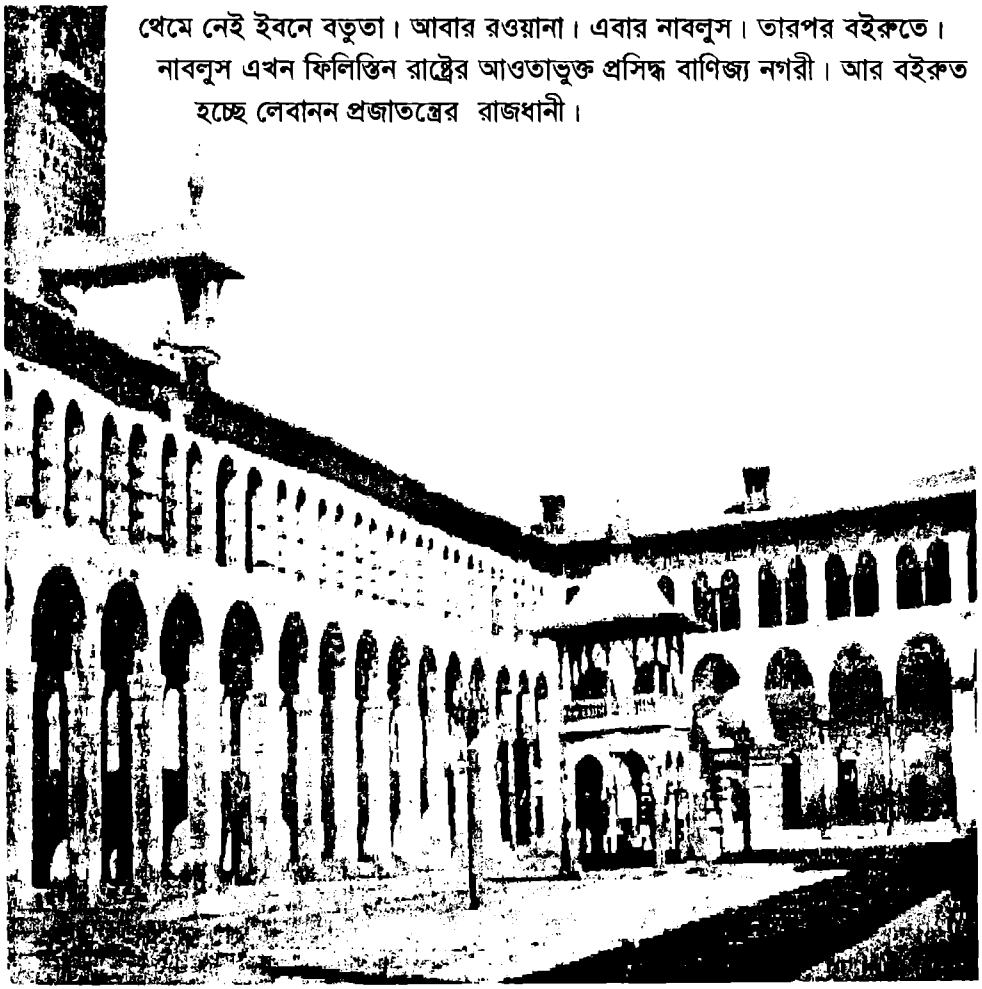

দামেশক শহরে অবস্থিত খলিফাদের স্মৃতিবিজড়িত উমাইয়া মসজিদের একাংশ:

www.pathagar.com

১৩২৬ ইং সনের ৯ আগস্ট ইবনে বতুতা পৌঁছলেন দামেশক নগরী। যেখান থেকে একদিন কীর্তিমান খলিফাগণ শাসন করতেন মুসলিমজাহান। দামেশ্‌ক একালে সিরিয়ার রাজধানী।

১ সেপ্টেম্বর দামেশক থেকে রওয়ানা হলেন মক্কা নগরীর পথে বড় এক হজ্বকাফেলার সাথে।

হজ্ব করলেন। তারপর একদিন দেশেও ফিরলেন। তবে ষোলো মাস নয়। ষোলো বছরও নয়। টানা দু যুগ অর্থাৎ চব্বিশ বছর পর।

ছোটবেলা থেকেই নাকি তাঁর সাধ ছিল দেশ-সফর করার। আল্লাহর দুনিয়া ঘুরে দেখার। তাঁর সে সাধ অপূর্ণ থাকে নি।

তবে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সিদ্ধান্ত ছিল মনে হজ শেষ করে বাড়ির পথে রওয়ানা হওয়ার। কিন্তু পথিমধ্যে এক ঘটনা তাঁর সিদ্ধান্ত ওলটপালট করে দিল। এনে দিল জীবনে নতুন মাত্রা। ফলে সফর করে যেতে লাগলেন দেশের পর দেশ। মুসলিমজাহানের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। ইসলামি শাসনাধীন পরিচালিত সেকালকার কোনো দেশ বাদ রইল না, যেখানে তাঁর যাওয়া হয় নি। এমন কি চিন, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল (ইসতামবুল)ও সফর করলেন।

হিসেব করলে দেখা যায়, তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ৭৫ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেন। একালের ৪৪টি দেশজুড়ে পড়েছে তাঁর এই পরিভ্রমণ-করা এলাকা।

দীর্ঘ এই সফরে মুখোমুখি হতে হলো অনেক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির। কখনো দুর্যোগ। এমনকি মৃত্যুর হাতছানি। কখনো রাষ্ট্রীয় উষ্ণ অভ্যর্থনা। বিপুল সম্মান। আবার পরিণত হলেন কপর্দকহীন পান্থপুত্রে। আরবিতে ইবনে সাবিল বা মুসাফির যাকে বলে। এভাবে অর্জিত হলো বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যা সত্যি বিস্ময়কর। তাতে তিনি হয়ে উঠলেন মুসলিমজাহানের অনাগতকালের শীর্ষ এক আলোচিত ব্যক্তি।

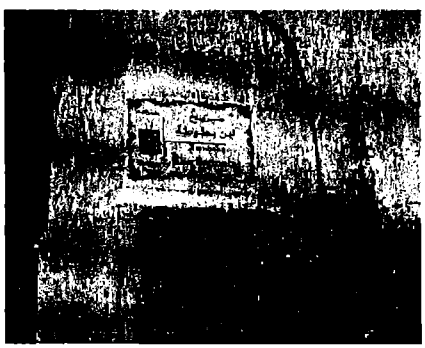

তানজিয়ার্‌স
শহরে অবস্থিত
ইবনে বতুতার কবর

www.pathagar.com

এ কী কথা শায়েখের মুখে!

'ঘুম পেয়ে গেছে আপনার? ঠিক আছে। ছাদে চলে যান।'

ওপর দিকে হাত ইশারা করে ঝটপট বলে দিলেন শায়েখ আল মুরশিদি।

ওপাশ থেকে আরেকজন বলল, ' বিছানাপত্তর পাতা আছে দেখবেন। যান। ঘুমান গে।'

কথা শুনে বেচারা মেহমান ইবনে বতুতা বিস্ময়ে হতবাক। নিঝুম রাতে ছাদে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে কেউ ঘুমোতে পারে? এমন আজব কথা, তা-ও আবার বাড়িতে অভ্যাগত মেহমানকে কেউ বলে নাকি? কোন তাজ্জবের আলামত রে বাবা কে জানে!

ভাবিয়ে তুলেছে ইবনে বতুতাকে। মুখে রা-শব্দ আর বেরোচ্ছে না কিছু। কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

তাহলে ইসকানদারিয়া অঞ্চলের এখানকার মানুষরা রাতে ছাদে ঘুমানোকে কি আভিজাত্য মনে করে? বুঝিবা মেহমান-অতিথিকে ইজ্জত করেই পাঠিয়ে দেয় ছাদে? গরমও তো ঢের পড়েছে। এমন রাতে দালানের ভেতর শোওয়া যে সুখকর হবে না, তা সত্যি।

ইসকানদারিয়া আরবি নাম। ইংরেজরা বলেন আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)। এ নামটাই আধুনিককালে সরকারিভাবে ব্যবহৃত। এটি মিশরের বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্য নগরী।

ইবনে বতুতা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবছেন নানাকিছু।

ইসকানদারিয়াতে আছে দুনিয়ার প্রাচীন সাতখানা আজব স্থাপত্যের একখানা। তা হলো ভূমধ্যসাগরের বাতিঘর। ইসকানদারিয়ার বাতিঘরও বলেন অনেকে।

www.pathagar.com

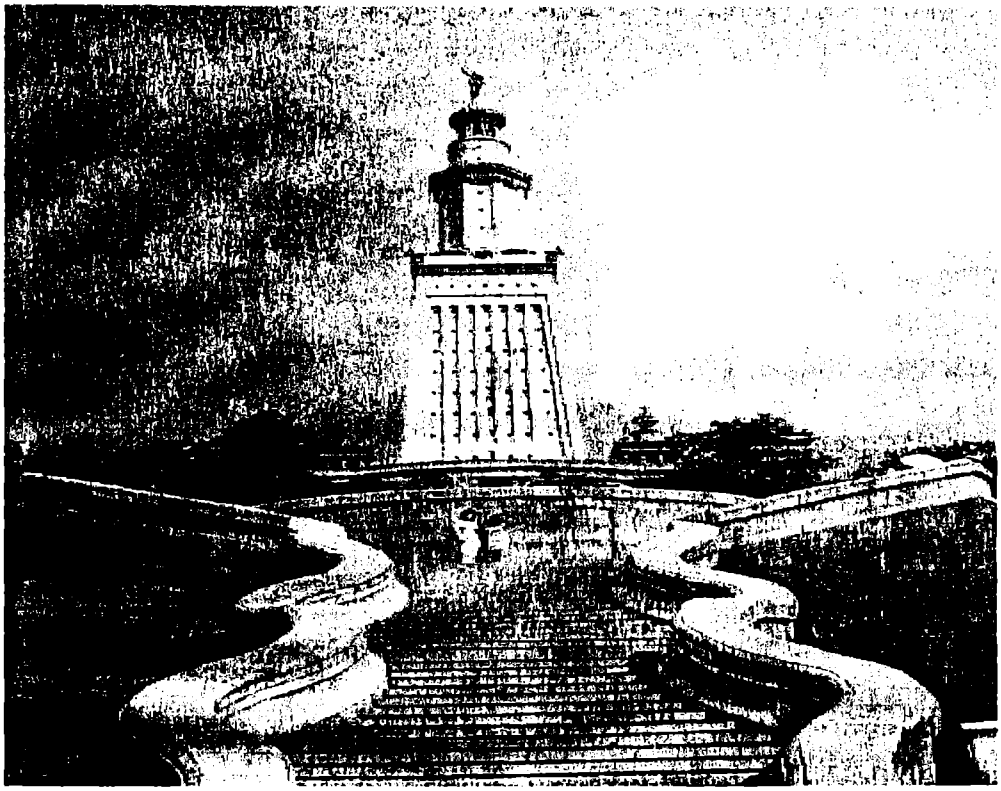

আলেকজান্দ্রিয়া বাতিঘর

ইবনে বতুতা বাতিঘর দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন। ঘুরেফিরে দেখে এসেছেন। আজব এক জিনিস। অথৈই সাগরের পানিতে নির্মিত চার কোণবিশিষ্ট বিশাল এক ইমারত। সেটার ওপর অনেক উঁচু এক স্তম্ভ। যেন আসমানের মেঘমালা ছোঁয়-ছোঁয় অবস্থা। মাথায় বিরাট এক মশাল। তাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় রাতের আঁধারে চলাচলকারী জাহাজের দিকনির্ণয়ের জন্যে। ইসকানদারিয়ার এই আজব বাতিঘরের কথা তামাম দুনিয়ার মানুষের মুখে মুখে। ইসকানদারিয়ার সে-একই রকম আরেক আজব কারবার নাকি রাতে মেহমানকে ছাদে থাকতে দেওয়া?

না। সে-রকম কিছু হবে না নিশ্চয়ই। হলে শোনা যেত। জানতে এতদিনে বাকি থাকত না। কারণ ইসকানদারিয়াতে ইবনে বতুতা এসেছেন বেশ ক'দিনই গেছে। আতিথ্য গ্রহণও করেছেন সুহৃদ অনেকের বাড়ি। এখানকার মানুষের আচার-অভ্যেস আর চালচলনের ধরন মোটামুটি জানাশোনা একেবারে কম হয় নি। কেউ বলেন নি ছাদে ঘুমোতে।

www.pathagar.com

বিব্রতকর অনুভূতি তোলপাড় করছে ইবনে বতুতার মনে। কী করবেন এখন?

এভাবে তরো-বেতরো ভাবনার মানে হয় না। শায়েখ আল মুরশিদি যখন বলেছেন, কথা মান্য করাই শ্রেয়। কাজেই রাত-যাপনটা হয়ে যাক ছাদেই।

ইসকানদারিয়া এসে শায়েখ আল মুরশিদির নানা অসাধারণ আত্মিক গুণাবলীর কথা লোকমুখে অনেক শুনেছেন ইবনে বতুতা। আলেম-উলামাগণ একবাক্যে বলেন, শায়েখ আল মুরশিদি বড়মাপের এক কামেল বুযুর্গ। স্বয়ং মিশররাজ সুলতান আল নাসির নাসিরুদ্দিন ইবনে কালাউন (১৩০৯-১৩৪১ইং) পর্যন্ত এই শায়েখের প্রতি গভীর অনুরক্ত। সময়-সময় ছুটে আসেন দোয়া নিতে।

মিশরের সুলতান কালাউন খুবই খোদাভীরু এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। বিখ্যাত সুশাসক। সুলতান ও তাঁর পরিবার-পরিজনের বাসভবন যেখানে, সে-এলাকাটাকে মিশরিরা বলেন কারাফাতুল মামালিক আশ শারকিয়াহ। মানে বাংলায় বলতে গেলে মামলুকপুরী আরকি! সেই পুরীর আমির-অমাত্য কেউ বাদ নেই, সবাই আসেন শায়েখের দরবারে। রোজ রোজ আসেন নানা অঞ্চলের অগণিত নারী-পুরুষ। অনুরাগীদের আনাগোনায় কোলাহলপূর্ণ থাকে আল মুরশিদির দরবার।

ইসকানদারিয়া এসে লোকজনের মুখে এই শায়েখের কথা শুনে ইবনে বতুতা দুপুরবেলা এসেছেন এখানে শায়েখের সাথে দেখা করতে।

এখানকার এই জায়গাটার নাম দামানহুর। ইসকানদারিয়া শহর থেকে বেশ বাইরে। নীল-অববাহিকা-অঞ্চলের ছোটখাটো আরেক শহর। এখানকার তুলতুলে সুন্দর এক বাড়িতে বাস করেন শায়েখ আল মুরশিদি।

শহরের নাম আধুনিককালে পাল্টিয়ে ফেলা হয় নি। দামানহুরই বহাল আছে। আধুনিক মিশরের আল বুহাইরা প্রদেশের প্রশাসনিক সদর-দফতর এখানে।

দামানহুরে শায়েখ আল মুরশিদির বাড়িতে সুলতান কালাউন পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা ফৌজ দিয়ে রেখেছেন। শায়েখের দরবারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসেবা দিয়ে থাকে তাঁরা। শুধু তাই নয়। উচ্চপদস্থ একজন ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্তাও নিয়োজিত আছেন।

ইবনে বতুতা তানজাহ থেকে রওয়ানা হয়ে ইসকানদারিয়া এসে পৌঁছুতে সময় লেগেছে ৯ মাস ২০ দিন। এ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সফরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে, কখনো উটে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কত নগর! কত জনপদ! সাক্ষাৎ হয়েছে-কথা হয়েছে কত বুযুর্গ মনীষীর সাথে! কিন্তু কোথাও এরকম বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় নি।

www.pathagar.com

আলেকজান্দ্রিয়ার আল মুরসি মসজিদঃ স্পেনের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবুল আব্বাস আল মুরসি (১২১৯-৮৬ইং) এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। স্পেন খ্রিস্টানরা দখল করে নেওয়ার পর তিনি পরিবার-পরিজনসহ আলেকজান্দ্রিয়া চলে আসেন।

আল মুরসি সুফি দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

এই ইসকানদারিয়া নগরীতেই সেদিন দেখা করে এসেছেন আরেক প্রসিদ্ধ বুযুর্গের সাথে। নাম শায়েখ বুরহানুদ্দিন। কথা বলেছেন। আতিথ্য বরণ করে এসেছেন একাধারে তিন দিন। সেখানে অবশ্য পিলে চমকানোর মতো একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সেটা খানিক বলেই নিই।

শায়েখ বুরহানুদ্দিনের কামরায় বসে ইবনে বতুতা কথা বলছিলেন। বুরহানুদ্দিন আচমকা বলে উঠলেন, 'আপনি মনে হয় দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে খুব একটা পছন্দ করেন। তাই না?'

www.pathagar.com

ইবনে বতুতা শুনে হকচকিয়ে উঠলেন। জবাব দিলেন 'হ্যাঁ।'

বুরহানুদ্দিন বললেন, 'বেশ ভালো। তবে একটা কাজ করবেন বাবাজি! হিন্দুস্তান যাওয়ার পর আমার দ্বিনি ভাই ফরিদুদ্দিনের সাথে দেখা করবেন। আমার সালাম দেবেন। আর সিন্দ (সিন্ধু) নগরীতে যাওয়ার পর পাবেন আমার আরেক ভাই রুকনুদ্দিন আছেন সেখানে, তাঁর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। চিন দেশে আছেন আমার আরেক ভাই বুরহানুদ্দিন। তাঁর সাথে দেখা হওয়ার পরও আমার সালামটুকু পৌঁছে দেবেন।'

শুনে ইবনে বতুতা নীরব ভাবতে লাগলেন, কী বলছেন উনি এসব! কারণ হিন্দুস্তান কিংবা চিন সফর করার কোনো সংকল্প তাঁর ছিল না। তিনি এসেছেন হজ্বে যেতে। হজ্ব শেষ করে চলে যাবেন বাড়ি। কিন্তু শায়েখ বুরহানুদ্দিনের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন নানাকিছু।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন মনে মনে, আগে হজ্ব আদায় হোক। তারপর দেখা যাক, হিন্দুস্তান আর চিন সফরের পথে না-হয় বেরিয়েই পড়বেন। যা আছে তকদিরে।

এই হলো শায়েখ বুরহানুদ্দিনের সাথে দেখা করার সেই ঘটনা।

এখন দামানহুরে শায়েখ আল মুরশিদির বাড়ি আসার পর উনি আদর-আপ্যায়ন কোনো অংশে কম করেন নি। দুপুরবেলা এসে পৌঁছার পর প্রথম দেখা হতেই সালাম বিনিময় শেষে উঠে এসে উজ্জ্বল হাসি দিয়ে কোলাকুলি করেছেন। তারপর পাশে বসিয়ে সহৃদয় কথাবার্তা বলেছেন।

শুধু কি তা-ই? খাওয়ার সময় একসাথে খেয়েছেন। একসাথে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন। নামাজে শায়েখের অনুরোধে ইমামের দায়িত্বটাও ইবনে বতুতাকেই পালন করতে হয়েছে।

ইবনে বতুতাকে যে শায়েখ কত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সাথে বরণ করেছেন, তা সহজে অনুমেয়। এখন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আতিথেয়তার মাঝে অস্বস্তির বিষয় বলতে গেলে একটাই আরকি! বেড়াতে এসে ছাদে গিয়ে একাকী খোলা আকাশের নিচে ঘুমোনো।

কিন্তু হ্যাঁ। আল্লাহর প্রিয়পাত্র-বুযুর্গদের কথা বরকতময় হওয়া স্বভাবিক। তাতে অনেক সময় ভিন্ন রকম মাহাত্ম থাকে। সবকিছুতেই খালি খালি সাত-সতেরো ভাবলেই হয় নাকি?

ইবনে বতুতা কোনো আপত্তি করলেন না। পায়ে পায়ে উঠলেন গিয়ে ছাদে। বাহ্! আসলেই চমৎকার দেখি! মাথার ওপর খোলা আকাশ। গা-জুড়ানো কোমল হাওয়া। নিচ দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল খড়ের তৈরি মোলায়েম বিছানা। তাতে মসৃণ চামড়ার চাদর বিছানো। পাশে কলশি ভর্তি পানি। জগ আর পানপাত্রও একখানা।

www.pathagar.com

রাতের আকাশ

শুয়ে পড়লেন ইবনে বতুতা। কিছুক্ষণ পর অচেতন হয়ে গেলেন ঘুমে।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখেন, বিরাট আকৃতির এক পাখির ডানায় বসে আছেন। পাখিটা শোঁ শোঁ করে উড়ে যাচ্ছে তাঁকে নিয়ে। উড়তে উড়তে প্রথমে গেছে পবিত্র মক্কা। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ বরাবর। পৌঁছাল ইয়ামেন। একটু পরে আবার উড়াল দিল। ছুটে চলল পূর্ব দিকে। কী একটা জায়গায় যেন গিয়ে বসল। তারপর আবার তাঁকে ডানায় তুলে উড়তে লাগল। যেতে লাগল দক্ষিণ দিকে। একটা জায়গায় গিয়ে খানিক রয়ে-বসে আবার ছুটে চলল উড়াল দিয়ে। দূর প্রাচ্যের কোন এক গন্তব্যের দিকে। এভাবে অনেক পথ আর জনপদ ঘুরে সবশেষে একটা জায়গায় নামিয়ে দিল। জায়গাটার নাম জানা না-গেলেও বিস্তর গাছ-গাছালিতে ছেয়ে আছে চারদিক। ঘন সবুজে ঘেরা। স্পষ্ট মনে পড়ে। পরে পাখিটা ডানা তুলে শাঁ করে কোথায় যেন চলে গেল।

ভেঙে গেল ইবনে বতুতার মজাদার সে-স্বপ্ন। ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন, কী দেখলেন এসব!

ঘুম উবে গেছে ইবনে বতুতার। স্বপ্নের ঘোর তাঁর কাটছে না মন থেকে। কল্পরাজ্যে বারবার দৃশ্যমান হয়ে উঠছে উড়ে বেড়ানোর নানা চিত্র। হৃদয়-মনে উথলে উঠছে উপভোগ-করা অনুভূতির নানা শিহরণ।

www.pathagar.com

ঘটনাটা ভাবনায় ফেলে দিল ইবনে বতুতাকে। কারণ মানবজীবনে স্থান-কাল-পাত্রভেদে স্বপ্নের আলাদা তাৎপর্য আছে। রাসুল সা. বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন হলো একধরনের সংযোগবিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার সুযোগ পেয়ে থাকে।' তবে সব স্বপ্ন এর আওতায় পড়ে না। রাসুল সা. বলেছেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার। একপ্রকার হলো বিভ্রান্তি। যা দেখিয়ে থাকে শয়তান। দ্বিতীয় প্রকার, মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা করে, তার প্রতিচ্ছবি। মানে অবচেতন মনের খেলা। অন্য প্রকার হলো সঠিক স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হিসেবে বান্দাকে দেখানো হয়। যা কিনা নবিগণের নবুওয়াত কার্যক্রমের ষটচত্বারিংশ অংশ।' মানে ৪৬ ভাগের এক ভাগ। আসমান থেকে পাওয়া জ্ঞান। তবে সাধারণ মানুষদের জন্য তা নবিদের মতো ব্যাপক নয়। খুবই সীমিত।

রাসুল সা. স্বপ্নের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে আরও অনেক অমিয় বাণী দিয়ে গেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে মুবাশশিরাত ব্যতীত নবুওয়াতের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।' শুনে উপস্থিত সাহাবি একজন জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর রাসুল! মুবাশশিরাত কি?'

রাসুল সা. জবাব দিলেন, 'সেটা হলো সঠিক স্বপ্ন।'

স্বপ্নের ব্যাপারে রাসুল সা. এর বিভিন্ন দিগ্‌দর্শনমুলক নির্দেশনা আছে। আছে ইসলামি শরিয়ার পর্যাপ্ত মাসআলা।

সাহাবিগণ রাতে বিশেষ কোনো স্বপ্ন দেখলে সকালবেলা সেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানার জন্য রাসুল সা. এর কাছে বিবরণ খুলে বলতেন। রাসুল সা. তাৎপর্য বলে দিতেন। পরবর্তী সময়ে সেটার বাস্তব প্রমাণ অবলোকন করা যেত।

ইবনে বতুতা ইসলামি শরিয়াবিষয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষ। তাই তাঁর দেখা এই স্বপ্নকে মোটেও হেলার চোখে দেখছেন না তিনি। কিন্তু তাৎপর্য যে কী হতে পারে, সেটাই জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠল মনে।

সকালবেলা।

দরবারের এক লোক এসে জানাল, 'শায়েখ আপনাকে ডাকছেন।'

ইবনে বতুতা গেলেন শায়েখের কাছে। কথা বললেন। একপর্যায়ে ব্যক্ত করলেন তাঁর স্বপ্নের কথা। শায়েখ পুরো বৃত্তান্ত জানতে চাইলে ইবনে বতুতা খুলে বলতে লাগলেন।

শায়েখ গভীর মনে শুনে গেলেন পুরো বৃত্তান্ত।

ইবনে বতুতা এবার তাৎপর্য জানতে চাইলেন।

শায়েখ তরতর করে বলতে লাগলেন, 'আপনি পবিত্র মক্কায় যাচ্ছেন। সেখান থেকে রাসুল সা. এর রওজা জেয়ারত করবেন। তারপর আপনার দ্বারা সফর হবে ইয়ামন ও ইরাক। হিন্দুস্তান সফরও হবে আপনার। সে-অঞ্চলে আপনাকে বেশদিন থাকতে হতে পারে। আমার এক ভাই দিলশাদকে পাবেন একসময়। সে আপনাকে এক কঠিন বিপদকালে সহায়তার জন্যে এগিয়ে আসবে। তাতে আপনি বিপদ থেকে পার পেয়ে যাবেন। পরে চিন এবং তুর্ক দেশও সফর করতে হতে পারে।'

শায়েখ এপর্যন্ত বলে নীরব হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

উচ্ছ্বাসে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল ইবনে বতুতার। তোলপাড় শুরু হলো মনে, এ কী কথা শায়েখের মুখে! কী আশ্চর্য! সেদিন ইসকানদারিয়া নগরীর আরেক বুযুর্গ শায়েখ বুরহানুদ্দিনও তো একই ইঙ্গিত দিলেন! তাহলে আসলেই ওইসব দেশ তাঁর দ্বারা সফর হতে যাচ্ছে নাকি! এ্যা! হলে আর মন্দ কীসে! বাড়ি থেকে বের হয়ে যখন এসেই গেছেন, কাজেই হজ্ব শেষ করে ফেরার পথে হিন্দুস্তান আর চিনে একচক্কর দিয়ে যেতে পারলে ভালোই হয়। লাগবেই বা আর ক'দিন!

সকালের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ইবনে বতুতা বিদেয় নিলেন শায়েখ আল মুরশিদির কাছ থেকে। শায়েখ তাঁকে স্নেহাশীর্বাদ করে দিলেন। ঘর থেকে এনে দিলেন কিছু হালকা খাবার। পথিমধ্যে ক্ষিধে লাগলে যাতে খেতে পারেন। কিছু অর্থকড়িও হাতে তুলে দিলেন পথখরচ হিসেবে।

সত্যি তাজ্জবের বিষয়, ছাদে ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন আর শায়েখ আল মুরশিদির কথা বৃথা গেল না। অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল ইবনে বতুতার জীবনে।

শিল্পীর তুলিতে ইবনে বতুতা

www.pathagar.com

হাতির কাণ্ডজ্ঞান

পারসিয়া দেশের কথা বলছি। একালে দেশটি ইরান নামে পরিচিত। সেই দেশের জনাত্রিশেক সুফি-দরবেশ। সিরাজ নগর থেকে তাঁরা রওয়ানা হয়েছেন। যাবেন সিলন। উদ্দেশ্য আল্লাহর নবি ও মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আ. এর পদচিহ্ন অবলোকন করা।

সিলন শব্দটি সংস্কৃত সিমহালা দিব্বীপা শব্দের পরিবর্তিত রূপ। সিমহালা দিব্বীপা অর্থ সিংহের দ্বীপ। যা আধুনিককালে শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত। দেশটি চারদিক থেকে পানিবেষ্টিত।

সিলনের জগদ্বিখ্যাত এক পাহাড়ের নাম রত্নগিরি। বহির্বিশ্বে পরিচিত বাটফ্লাই মাউন্টেন (butterfly mountain) নামে। প্রচুর প্রজাপতি সারাক্ষণ উড়োউড়ি করে পুরো এলাকায়। সেকারণেই যে এই নাম, তা বুঝতে বাকি থাকে না।

সেই পাহাড়ের চূড়ায় বিদ্যমান আছে আদম আ. এর পবিত্র পদচিহ্ন। অনেক দূরে থেকে দেখা যায় সেই চূড়া। সাগর থেকেও চোখে পড়ে সহজে। যার প্রান্তসীমায় কালো রঙের বিরাট এক পাথর আছে। সেই পাথরের গায়ে আদম আ. এর পায়ের পবিত্র চিহ্ন পরিষ্কারভাবে ফুটে আছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত *ইহবিতো মিনহা জামিয়া* (-সুরা বাকারাহ), মানে 'বেরো তোরা দুজনে এখান থেকে' আল্লাহ তালা একথা বলার পর আদম ও হাওয়া আ. এর আগমন ঘটে এই পৃথিবীতে। তখন দুজনে বেহেশত থেকে নিক্ষিপ্ত হন। আদম আ. উপনীত হন রত্নগিরি'র এই চূড়ায় । তাঁর পদযুগল প্রথম মাটি ছোঁয় এই পৃথিবীর।

www.pathagar.com

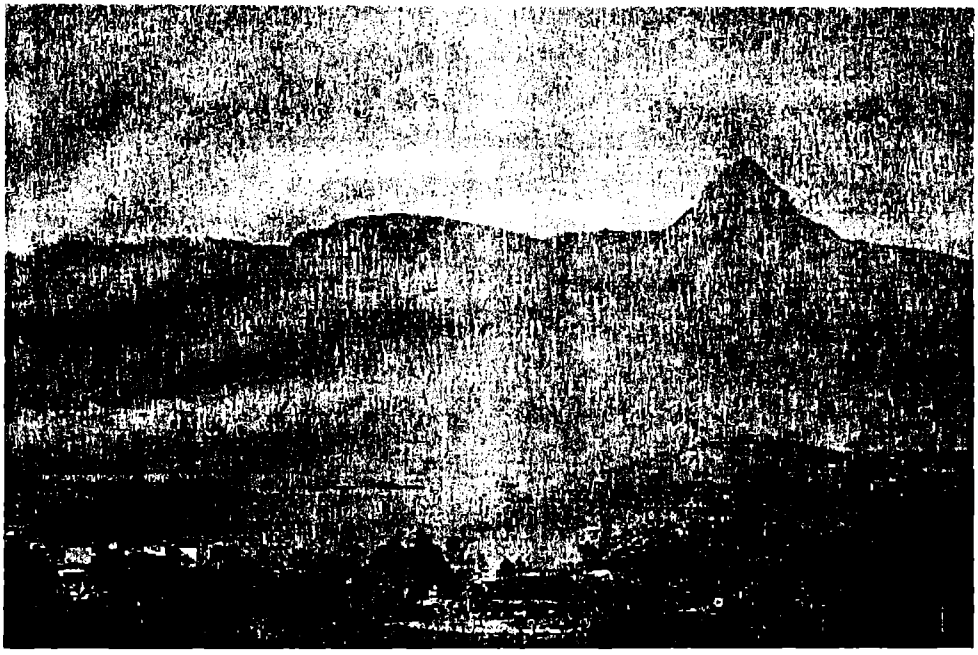

রত্নগিরি চূড়া: সাগর থেকে তোলা ছবি

প্রতিনিয়ত নানা জায়গা থেকে অগণিত বনি আদম গিয়ে রত্নগিরি'র চূড়ায় আরোহন করেন। অবলোকন করেন সেই চিহ্ন।

কেবল মুসলমান নন, খ্রিস্ট ধর্মের লোকজন যান। তাঁরা একে বলেন অ্যাডামস পিক (Adam's Peak)। মানে আদমের চূড়া। হিন্দুরাও যান। তাঁরা বলেন শিবের পদচিহ্ন। আর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বলেন, এই পদচিহ্ন গৌতম বুদ্ধের।

সেই সে পাথরখানা
রক্ষিত আছে এখানে

www.pathagar.com

এই সিঁড়ি বেয়ে
উঠতে হয়
রত্নগিরি'র চূড়ায়।

সিরাজ নগরের সুফি-দরবেশরা দিনের পর দিন যাত্রা করে ছুটে চলেছেন সিলনের পথে। দলনেতা তাঁদের আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাফিফ। সিরাজ নগরের বিখ্যাত এক বুযুর্গ আলেম। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের নামকরা ইসলামি চিন্তাবিদ।

সিলনযাত্রীরা হিন্দুস্তানের কোন এক অঞ্চলে এসে পৌঁছেছেন তখন। ক্ষিধে-তৃষ্ণায় কাতর সকলে। ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন পথও।

উপায়ান্তর না-দেখে থেমে গেলেন তাঁরা। করলেন যাত্রাবিরতি। বিশ্রাম নেবেন খানিক। রান্নাবান্না হবে। খাওয়াদাওয়া হবে। তারপর সঠিক পথের দিশা জেনে আবার রওয়ানা হবেন।

জঙ্গুলে এলাকা। পাহাড়ের ছোট-বড় টিলা। কোথাও সমান্তরাল। কোথাও ঢাল। দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জনবসতিও।

হাতিরা ঘুরোঘুরি করছে দূরে দেখা যায়। পারসিয়া অঞ্চলে এটি দেখা যায় না। অতিকায় এই প্রাণীর কী ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা! শরীরভরা থলো থলো গোশত। শুর নাড়ায় আর থপাস থপাস পা ফেলে। হাঁটে মায়ের পেছন-পেছন। ধীর-লয়ে করে ছুটোছুটি।

www.pathagar.com

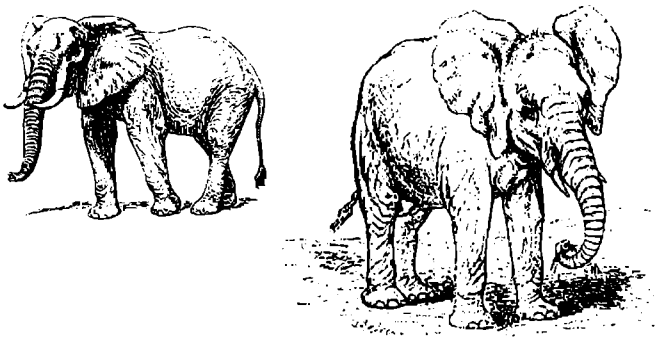

হাতি

যাত্রীদলের কেউ কেউ বললেন, হাতির গোশত খাই নি কোনোদিন। আজ সুযোগ মিলেছে। বাচ্চা হাতি একটা ধরে আনা যেত যদি! যাবে না?

অন্যরা শুনে বললেন, তবে তো ভালোই হত।

সকলের অভিপ্রায়ের কথা জানানো হলো দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফকে। কিন্তু না। তাঁর আপত্তি। সফরে এসে এভাবে বাচ্চাহাতি ধরে খাওয়া যাবে না।

কী মুশকিল! সকলে খেতে চায়। অথচ তিনি তা মেনে নিচ্ছেন না।

সুফি-দরবেশরা আহার-বিহার থেকে শুরু করে ভোগ্য সকল ক্ষেত্রে বাহুল্য পরিহার ক'রে চলতে পছন্দ করেন। তাই বলে দূরদেশে এই সফরে এসে একটা হাতির বাচ্চাও শিকার ক'রে খাওয়া যাবে না? এ কেমন কথা?

সকলে গোঁ ধরে বসলেন। জীবনে এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আর অনেকের নসিবে না-ও আসতে পারে। বেশুমার হাতির বাচ্চা দেখা যায়। একটা ধরে না-খেলেই নয়।

না। ইবনে খাফিফকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। তিনি সাথিদের এই হাতির বাচ্চা খাওয়ার অদম্য ইচ্ছে দেখে খুব নাখোশ হলেন।

শেষপর্যন্ত সকলের একান্ত আগ্রহে বাচ্চা হাতি একটা ধরে আনা হলো। জবাই করে পাকানো হলো গোশ্‌ত।

রাতের বেলা। খাওয়ার সময় হলো। সকলে খেয়েদেয়ে রসনা তৃপ্ত করলেন। ইবনে খাফিফকে সাধা হলো। তিনি খেলেন না। অনেক জোরাজুরিতেও কাজ হলো না।

খাওয়াদাওয়া শেষ। ঘুমিয়ে পড়লেন যে-যার বিছানায়।

গভীর রাত। একপাল হাতি চুপিসারে এসে হানা দিল যাত্রীদলের অবস্থানস্থলে। তারপর শুর দিয়ে শুঁকতে লাগল ঘুমন্ত প্রতিটি মানুষের মুখ। যার মুখেই গোশ্‌তের গন্ধ পেল, তাঁকেই

www.pathagar.com

আলগোছে শুরে পেছিয়ে মাথার ওপর তুলে আছড়াতে লাগল। এভাবে একে একে ধরে সব ক'জনকে দেহ আছড়িয়ে হত্যা করতে লাগল।

ইবনে খাফিফের মুখের কাছে গিয়ে থমকে গেল। কারণ তিনি গোশ্ত খান নি বলে মুখে গোশ্তের গন্ধ-বাতাস কিছু নেই। তাঁকে মারল না। একটা হাতি এগিয়ে এসে তাঁকে শুর দিয়ে ধরে তুলে নিল নিজ পিঠে। তারপর যেতে লাগল হেঁটে হেঁটে। অন্য হাতিরা চলল তার পিছু পিছু।

যেতে যেতে হাতি গেল অনেক পথ। পৌঁছাল গিয়ে জনবসতিতে।

হাতির পালের এরকম রাজসিক শোভাযাত্রা, আর একটা হাতির পিঠে একজন মানুষ বসানো দেখে লোকজন ঔৎসুক হয়ে উঠল। রহস্য বুঝতে পারছিল না কেউ কিছু।

বেশ সময় পর সামনে পড়ল একটা উঁচু জায়গা। অমনি থেমে পড়ল হাতিটা। উঠল গিয়ে উঁচু জায়গাটায়। তারপর ইবনে খাফিফকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলে এল।

লোকজন এসে ঘিরে ধরল ইবনে খাফিফকে, কী এই ঘটনার সমাচার? কেন হাতিরা এভাবে এল? তাঁকে কোত্থেকে নিয়ে এল? কেন নিয়ে এল? তিনিইবা কে?

ইবনে খাফিফ খুলে বললেন সবকথা। হাতির এমন কাণ্ডজ্ঞান দেখে বিস্মিত হলেন সকলে।

পাঠক! সিরাজ নগরীতে ইবনে খাফিফের কবর রয়েছে। ইবনে বতুতা সিরাজ নগরীতে যাওয়ার পর ইবনে খাফিফের কবর পরম অনুরাগের সাথে জেয়ারত করেন। তখন জানতে পারেন ইবনে খাফিফের জীবনের এই ঘটনাটিও। তিনি তা *রেহলায়* বিবৃত করেছেন।

www.pathagar.com

মুর্খ এক কিপ্টে রাজা

পূর্ব আফ্রিকার সাগরপাড়ে সেকালে কিলওয়া নামে এক ইসলামি দেশ ছিল। মুসলমান এবং খ্রিস্টান, দুজাতির লোকদেরই বসবাস ছিল। শান্তি আর সৌহার্দে দিন কাটত সকলের। কিলওয়া সালতানাতের শাসকরা শাসন করতেন সেই দেশ। কিলওয়া শহরে ছিল রাজধানী। একালে সেই দেশটাকে বলে তানজানিয়া।

কিলওয়া'র মানুষরা আবার গা-গতরে কেতাদুরস্ত। যেমন লম্বা, তেমন মোটাসোটা। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কিন্তু কালো আর ধলোতে কী যায় আসে! মানুষের পরিচয় তাঁর গুণে। রাসুল সা. বলেছেন.

হাবশীও যদি সত্যের পথে
বরণীয় হয়, তবু এ জগতে
তারি নির্দেশ নত মস্তকে
মানিবে সুনিশ্চয়।

ইসায়ি ১৩৩১ সনে ইবনে বতুতা কিলওয়া সফর করেন। ঘুরে ঘুরে দেখেন সমাজ ও জীবনের চালচিত্র। কিলওয়া শহরে তখন বড় বড় ইমারত ছিল। কিন্তু ইট-পাথরের নয়। কাঠের তৈরি। দেখতে অপূর্ব সুন্দর। তখন সেখানকার শাসক ছিলেন সুলতান হাসান (শাসনকাল:১৩১০-১৩৩৩ইং)। লোকমুখে একডাকে তিনি আবুল মুওয়াহিব নামে পরিচিত। পুরো নাম সুলতান আবুল মুওয়াহিব আল হাসান ইবনে সুলায়মান। আবুল মুওয়াহিব কিন্তু তাঁর মা-বাবা প্রদত্ত নাম নয়। তাহলে কেমন করে তিনি এনামে পরিচিত হয়ে উঠলেন? সঙ্গত জিজ্ঞাসা না? হ্যাঁ, বলছি। সেটার পেছনে রয়েছে এক চমকপ্রদ কারণ।

সুলতান ছিলেন বিশালদেহী। রঙ ছিল খুব কালো। কিন্তু তা বলে হবে কী! মহৎ এক শাসক ছিলেন তিনি। নামাজ-বন্দেগিতে ছিলেন পাকা। পার্থিব সহায়-সম্পত্তিতে ছিল না তাঁর কোনো মোহ কিংবা লোভ। অমায়িক ছিল আচার-ব্যবহার। শাসনকার্য ছিল তাঁর হক ও ইনসাফপূর্ণ। দান-খয়রাত করতেন অভিজাত ইসলামি রীতিতে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করতেন সুষ্ঠুভাবে। কুরআন শরিফে নির্দেশিত পন্থায়। তাঁর দেশের মানুষ ছিল বেজায় সুখ আর শান্তিতে।

www.pathagar.com

গরিব-দুখী মানুষেরা সুলতান আবুল মুওয়াহিবের কাছে হাত পেতে কেউ কোনোদিন নিরাশ হয় নি। প্রয়োজনে তিনি রাষ্ট্রীয় অনুদান নিয়ে অম্লান বদনে ছুটে যেতেন। নিজ হাতে পৌঁছে দিতেন প্রাপ্য লোকের বাড়িতে। দুনিয়াজোড়া খুশিতে তখন ভরে উঠত নিঃস্ব-অসহায়দের মন। তাতে করে তিনি লোকসমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন আবুল মুওয়াহিব নামে। এর অর্থ দানশীলতার বাপ।

সুলতান আবুল মুওয়াহিব হাসানের অমর কীর্তি কিলওয়া

জামে মসজিদঃ আজও দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী

সুলতান মুওয়াহিব ইন্তেকাল করলে ছোটভাই দাউদ এসে বসে পড়েন সিংহাসনে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দাউদ ছিলেন মুর্খ। দান-খয়রাত সম্পর্কে ইসলামি নীতিজ্ঞানের অভাব ছিল তাঁর। ফলে তিনি জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছিলেন আস্ত এক হাড়কিপ্টে রাজা হিসেবে।

গরিব-দুখী মানুষ তাঁর দরবারে যেত। হাত পাতত সহায়তার আশায়। তিনি তখন বেমালুম চেঁচিয়ে উঠতেন, 'আরে বলে কী! যে দান করত, সে তো মরেই গেছে! কাজেই আমার কাছে কেন? সরো এখান থেকে।'

নিরাশ হয়ে লোকেরা অনেকে চলে যেত। আর কেউ কেউ নানা অনুনয়-বিনয় করতে থাকত, দিন গো বাবা!। আবুল মুওয়াহিব নেই তো কী হয়েছে? আপনি তো আছেন। আপনি আমাদের মহামতি সুলতান।

সুলতান দাউদ বলতেন,'কী মুশকিল! মারা যাওয়ার সময় সে আমাকে কি কোনো ভাণ্ডার দিয়ে গেছে নাকি যে, তা থেকে আমি তোদের খালি দিতেই থাকবো?'

সুলতানের কথা শুনে গরিব-দুখী মানুষেরা মনে কষ্ট পেত। লশকর-পেয়াদা আর গোমস্তা-প্রজারা হাসত মুখটিপে। আর বিদগ্ধজনেরা করতেন ফুসুর ফাসুর, জ্ঞানের অভাব থাকলে রাজ-রাজড়া হয়েও মানুষ কত অদ্ভূত আচরণই না করতে পারে!

www.pathagar.com

একালে কিলওয়া নামে কোনো দেশ না-থাকলেও শহর আছে। তানজানিয়ার সাগরপাড়ে এটি অবস্থিত। বন্দরনগরী ও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত।

ঘরের চালে গাছ কিসের? শেকড়বিহীন পরগাছা না?
এ্যাঁ! পরগাছার আবার এত বাড়? অন্যের ঘাড়ে
পড়বে না তো? নিজেও মরবে, অন্যকেও মারবে না তো?
না-না। এতসব ভাবনার দরকার নেই। গাছটা
শেকড়সুদ্ধ মাটিতেই দাঁড়ানো আছে। চৌচালা ঘরটা
রয়েছে তাঁর চারপাশ ঘিরে। কিলওয়া সমুদ্রসৈকতে
দৃষ্টিআকর্ষণমূলক এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছে
কেবলই পর্যটকদের বসার জন্যে।

www.pathagar.com

তুর্কিস্তান-সুলতান ও এক ইমাম

ইবনে বতুতা সফরে বের হয়ে মধ্যএশিয়ায় কাটিয়ে ছিলেন বেশদিন। তখন তুর্কিস্তান-সুলতান ও এক বুযুর্গ ইমাম সাহেবের অনন্য এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হন তিনি।

তখন তুর্কিস্তান নামে বিরাট এক দেশ ছিল। আজ আর নেই সেই দেশটা।

পুণ্যস্মৃতির দেশ হিসেবেও তুর্কিস্তানের প্রসিদ্ধি আছে কম না! আছে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অনেক মাহাত্ম্য। তাই তুর্কিস্তান-সুলতানের কথা বলতে গিয়ে আগে তুর্কিস্তান সম্পর্কে খানিক বলে নিচ্ছি।

তুর্কিস্তানঃ

তুর্কিস্তান-অঞ্চলের সাথে আছে আমাদের এই অঞ্চলের নাড়ির সম্পর্ক। বহু শতাব্দী-কালের।

আপা সম্বোধনটা আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত না? বড়বোনকে সাধারণত এই নামে ডাকা হয়। অপরিচিত কোনো ভদ্র মহিলা ও শিক্ষয়িত্রীদের বেলায়ও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। অথচ শব্দটা কিন্তু বাংলা নয়। কোন ভাষার তাহলে? হ্যাঁ বলছি। তুর্কিস্তানি শব্দ। অনুরূপ আরও অসংখ্য তুর্কিস্তানি শব্দ মুচলেকা, সওগাত, বাহাদুর, বাহাদুরি, কাঁচি, চিলিম, চিলিমচি ইত্যাদি বাংলা শব্দভাডারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যা এমনিতে হয় নি। হয়েছে দীর্ঘ দিনের গভীর সম্পর্কের কারণে।

তুর্কিস্তান-অঞ্চলের মানুষরা ছিলেন ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় অগ্রসর। সেখানকার অনেক বুযুর্গ আলেম-উলামা যুগে যুগে এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচার করতে। এখানকার মাটিতেই তাঁদের অনেকে ঠাঁই নিয়েছেন চিরনিদ্রায়। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে শাহ সুলতান বলখি মাহি সরওয়ার রহ. তুর্কিস্তান রাষ্ট্রের তাতার অধ্যুষিত বলখ এর অধিবাসী। চতুর্দশ শতকের লোক। শায়েখ জালালুদ্দিন বুখারি রহ. এসেছেন তুর্কিস্তান রাষ্ট্রের বুখারা থেকে। তাঁর কবর পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে। বাগেরহাটে শায়িত পঞ্চদশ শতকের আরেক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হজরত খান জাহান আলি রহ.। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তান অঞ্চলের। এরকম আরও অনেকে। শাহজালাল রহ. এর সহকর্মী বুযুর্গদের অনেকেই ছিলেন তুর্কিস্তান-অঞ্চলের।

www.pathagar.com

এখানেই শেষ নয়। হিন্দুস্তান যখন মুসলমানরা শাসন করতেন, তখন সুলতানদের রাজদরবারের ভাষা ছিল পারসি। কিন্তু পারিবারিক কথোপকথন হত তুর্কিস্তানি বা তুর্কি ভাষায়।

তুর্কিস্তান-অঞ্চলের মাটিতে জন্ম হয়েছে জগদ্বিখ্যাত অনেক বুযুর্গ চিন্তাবিদের।

ইউরোপ ও মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলিম সমাজে এক মনীষীর কথা মুখে মুখে শোনা যায়। সশ্রদ্ধচিত্তে মানুষ তাঁর কথা স্মরণ করে। দোয়া করে। নাম তাঁর আহমদ ইয়াসিভি রহ.।

নেদারল্যাণ্ডস-এর দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কাক (Cuijk) এর Galberg 6-এ অবস্থিত মসজিদের নাম আহমদ ইয়াসিভি মসজিদ। সে-দেশের Gelderland শহরের ২০ Koornmarkt-এ রয়েছে আহমদ ইয়াসিভি জামে মসজিদ। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ১০৮/৩ Taborstrasse সড়কে আহমদ ইয়াসিভি মসজিদ, জার্মানরাজধানী বার্লিন শহরের ১০১, Neuendorfer সড়কে নির্মিত মসজিদও একই নামে, খাজা আহমদ ইয়াসিভি মসজিদ। হামবুর্গ শহরের ১৬৩, সড়কে রয়েছে আহমদ ইয়াসিভি মসজিদ।

কাজাখস্তানের ডাকটিকিটে দেখতে পাওয়া যায় খাজা আহমদ ইয়াসিভি রহ. এর দরগাহ'র ছবি। একই ছবি শোভা পায় কাজাখস্তানের ব্যাংকনোটেও।

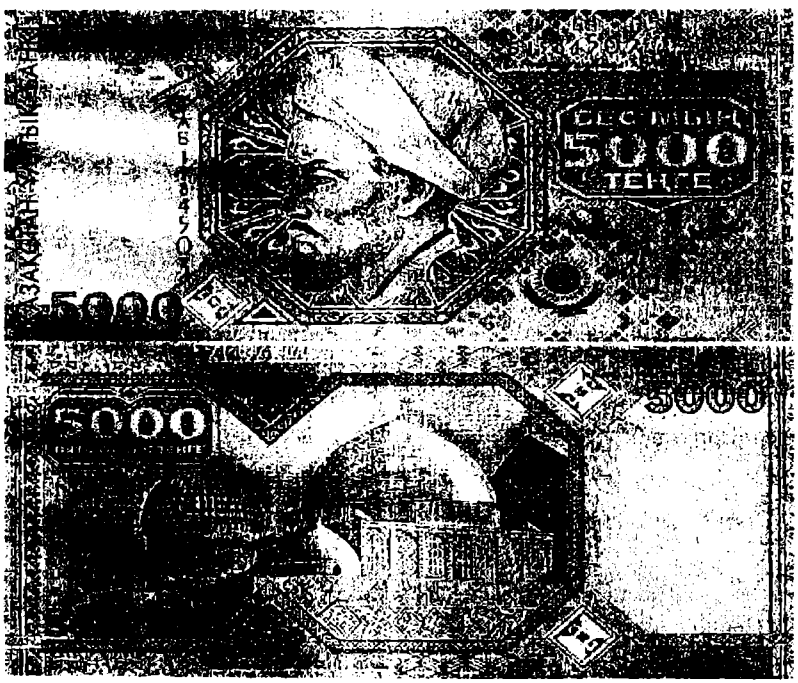

কাজাখস্তানের ব্যাংকনোট: একপাশে শিল্পীর তুলিতে অঙ্কিত আহমদ ইয়াসিভি, আরেক পাশে তাঁর দরগাহ'র ছবি।

www.pathagar.com

এশিয়ার শীর্ষ এক বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে আছে মহান সেই মনীষীর নামে, আন্তর্জাতিক আহমদ ইয়াসিভি ইউনিভার্সিটি। কাজাখস্তানে অবস্থিত। তারপর তুর্কিস্তান আহমদ ইয়াসিভি ভোকেশনাল স্কুল অব হায়ার এডুকেশন, তুর্কিস্তান মেডিক্যাল স্কুল, সাবেক রুশ ফেডারেশনভুক্ত দেশ লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াস পেডাগোজিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে আছে ইয়াসিভি সেন্টার, তুরস্কের সমুদ্রসৈকতের নগরী Alanya তে আহমদ ইয়াসিভি সড়ক, কাজাকলি শহরে আহমদ ইয়াসিভি মহল্লা, ইসতামবুলে খাজা আহমদ ইয়াসিভি সড়ক, খাজা আহমদ ইয়াসিভি হোটেল, ভবন, অডিটরিয়াম,স্কুল, এরকম নানা দেশে আছে আরও নানা কিছু। সম্ভবত তুরস্ক আর কাজাখস্তানে সবচেয়ে বেশি।

মহান সেই মনীষী ছিলেন তুর্কিস্তানের। জন্ম, বেড়ে ওঠা আর কর্মময় জীবন পুরোটাই কাটে তাঁর তুর্কিস্তানের মাটিতে। তাঁর পুণ্যস্মৃতির আখর হিসেবে তুর্কিস্তান মানুষের মনে বিশেষ সম্মানের আসন অধিকার করে আছে। তাঁর সম্পর্কে আরও কথা বলছি পরে।

আজকাল আমরা তুর্কিস্তান বলতে কাজাখস্তান নামক রাষ্ট্রের ছোটখাটো একটি পুরনো শহরকেই বুঝি। যার অতীতজৌলুস আজ আর নেই। বর্তমানে শহরটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্লড হেরিটেজ সাইট এর তালিকাভুক্ত।

রাজধানী আলমা আতা থেকে সোজা পশ্চিমে প্রায় সাড়ে চার শ মাইল দূরে, দেশের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত তুর্কিস্তান। দক্ষিণে এবং পশ্চিমে উজবেকিস্তান সীমান্ত। মাত্র শ দেড়েক মাইল পেরোলেই।

তুর্কিস্তান সবুজ গাছ-গাছালির ছায়াঘেরা নিরিবিলি-শান্ত এক শহর। ছিমছাম রাস্তাঘাট। চিকন গলিগুলো অবসন্ন মুখে চলে গেছে এঁকেবেঁকে। এদিক থেকে ওদিকে। সবই সুদূর অতীত আমলের। যখন মানুষ এইসব অলিগলি দিয়ে ঘোড়া-গাড়ি না-হয় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করত।

গলির দুপাশে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো দালানকোঠা। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ-দরগাহের ইমারত। ভাঁজে ভাঁজে আছে উদ্যান আর সবুজ গাছ-গাছালি।

তুর্কিস্তানে আধুনিককালের বড় বড় ব্যস্ততম শহরের ন্যায় হইচই নেই। বিরক্তিকর কোলাহল নেই। রাজধানী আলমা আতায় বসবাস করেন প্রায় ৭ লাখ নাগরিক। আর তুর্কিস্তান শহরের জনসংখ্যা বর্তমানে মাত্র লাখখানেক।

পুরনো দিনের এই শহরটি ইতিহাসে নানা কারণে বিখ্যাত।

সে-কালে বিশ্বের বুকে তুর্কিস্তানের অনেক নামডাক আর প্রতিপত্তি ছিল। মামলুকাতু তুর্কিস্তান বা তুর্কিরাজত্ব নামে তা বিশ্বের বুকে পরিচিত ছিল। এশিয়া মহাদেশের মধ্যাঞ্চলে বিরাট এলাকাজুড়ে ছিল সে-দেশের অবস্থান। উত্তরে ছিল সাইবেরিয়া। দক্ষিণে তিব্বত, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান ও পারসিয়া (ইরান)। গোবি মরুভূমি পূবে। পশ্চিমে ক্যাসপিয়ান সাগর। এই ছিল তার আয়তন। বিশাল সেই দেশের আওতায় ছিল তিরমিজ-বুখারা-সমরকন্দের মতো বিশ্ববিখ্যাত সভ্যতা-সংস্কৃতিকেন্দ্র কত! রাজধানী ছিল তুর্কিস্তান নগরী।

www.pathagar.com

সেদিনকার সে তুর্কিস্তান রাষ্ট্রের ভূখন্ডে একালে অভ্যুদয় ঘটেছে ছোট-বড় অনেক রাষ্ট্রের। তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, চিনের একাংশ (ইউনান/জিনঝিয়াং), তুরস্কের একাংশ (আনাতোলিয়া), কিরঘিজিস্তান ও কাজাখস্তান।

যে-কথা না-বললেই নয়, তুর্কিস্তান পারসি শব্দ। অর্থ তুর্কিদের আবাসভূমি (Land of the Turks/ Turks মানে somebody who comes from Turkey)। একালে তুরস্কের নাগরিকদের তুর্কি বা টার্কিশ বলা হয়। তাই বলে 'তুর্কিদের আবাসভূমি' বা তুর্কিস্তান বলতে তুরস্ক মনে করার অবকাশ নেই। দুই জায়গার দূরত্বও অনেক। তুরস্ক থেকে পূর্ব দিকে দু-দুটো সাগর (কৃষ্ণ সাগর ও ক্যাসপিয়ান সাগর) পেরিয়ে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে তুর্কিস্তান।

মানচিত্রে তুর্কিস্তান: বামে তুরস্ক, ডানে তুর্কিস্তান(তীরচিহ্নিত)

www.pathagar.com

নামিদামি শাসকরা যুগ যুগ শাসন করেছেন তুর্কিস্তান। তারা ছিলেন খোদাভীরু। ছিলেন সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণ। মনোযোগী ছিলেন জনগণের মন,মনন ও চরিত্রে উন্নত গুণাবলী বিকশিতকরণ আর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে।

ইবনে বতুতা তুর্কিস্তান নগরী যাবেন। বুখারা থেকে রওয়ানা হয়েছেন। তুর্কিস্তান অঞ্চলে এসে তুর্কিস্তান নগরী যাবেন না, তা কেমন করে হয়? অনেক শুনেছেন এই নগরীর মাহাত্ম্যের কথা। এবার নিজ চোখে দেখবেন তুর্কিস্তান নগরীর মানুষ,সমাজ– সবকিছু। দেখা করবেন সুলতানের সাথে। বুযুর্গ আলেম-উলামার সাথে। তাছাড়া এই নগরীর বুকেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন হজরত খাজা আহমদ আতা ইয়াসিভি রহ.।

হজরত খাজা আহমদ ইয়াসিভি রহ.

ইসায়ি দ্বাদশ শতকের মুসলিমজাহানের আর এক বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন হজরত আল্লামা খাজা আহমদ আতা ইয়াসিভি রহ.। জন্ম ১০৯৩ ইং সনে দক্ষিণ কাজাখস্তানের ইসপিজাব নগরে। এটি এক ঐতিহ্যবাহী জনপদ। কাজাখস্তান-ইতিহাসের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এই ইসপিজাব নগরে। সে বিরাট কীর্তি-কাহিনি। ইসপিজাব নগরী একালে Sayram city নামে পরিচিত।

ইয়াসিভি'র বাবার নাম ইবরাহিম আতা। তিনিও বুযুর্গ আলেম ছিলেন। শায়েখ ইবরাহিম নামে ছিলেন পরিচিত। মায়ের নাম আয়শা খাতুন। আয়শা হলেন ইসপিজাবের বিশিষ্ট আলেম শায়েখ মুসার কন্যা।

ইয়াসিভি তাঁর বাবা-মা দুজনকেই হারান ছোটবেলায়। তখন মাত্র সাত বছর বয়স তাঁর। লেখাপড়ার জন্যে তাঁকে ভর্তি করা হয় পার্শবর্তী ইয়াসি নামক স্থানে অবস্থিত মাদরাসায়। মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে অল্পদিনেই তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে লেখাপড়া শেষ করার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছে জাগল। ফলে চলে গেলেন বুখারা। বুখারা তখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। সেখানকার শীর্ষস্থানীয় এক মাদরাসায় তখন অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন মুসলিমজাহানের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ ও নকশেবন্দি তরিকার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হজরত আল্লামা ইউসূফ হামদানি রহ. (জন্ম: ১০৬২-ইন্তেকাল: ১১৪০ইং।

বাগদাদের আবদুল কাদির জিলানি রহ.(জন্ম:১০৭৭,ইন্তেকাল: ১১৬৬ইং),বুখারার আবদুল খালিক গাজদানি রহ.(ইন্তেকাল ১১৭৯ইং) প্রমুখের মতো বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তখন আল্লামা হামদানির তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নরত।

আহমদ ইয়াসিভি সেই মাদরাসা থেকে ইউসুফ হামদানি রহ. এর তত্ত্বাবধানে সমাপন করেন উচ্চশিক্ষা। তারপর চলে আসেন তুর্কিস্তানের ইয়াসি। আত্মনিয়োগ করেন ইসলাম প্রচারে।

আল্লামা ইয়াসিভি রহ. ছিলেন ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের অনেক বড় আলেম। তবে সমধিক খ্যাত তিনি তুর্কি ভাষী কবি ও সুফি দার্শনিক হিসেবে। তাঁর অমর কাব্য *দিওয়ান ই হিকমাহ* সারা মুসলিমজাহানে পরিচিত।

যে-বছর বাগদাদে আবদুল কাদির জিলানি রহ. ইন্তেকাল করেন, সে-বছরে ইয়াসিভিও ইয়াসিতে ইন্তেকাল করেন। ইসায়ি সন তখন ১১৬৬। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

www.pathagar.com

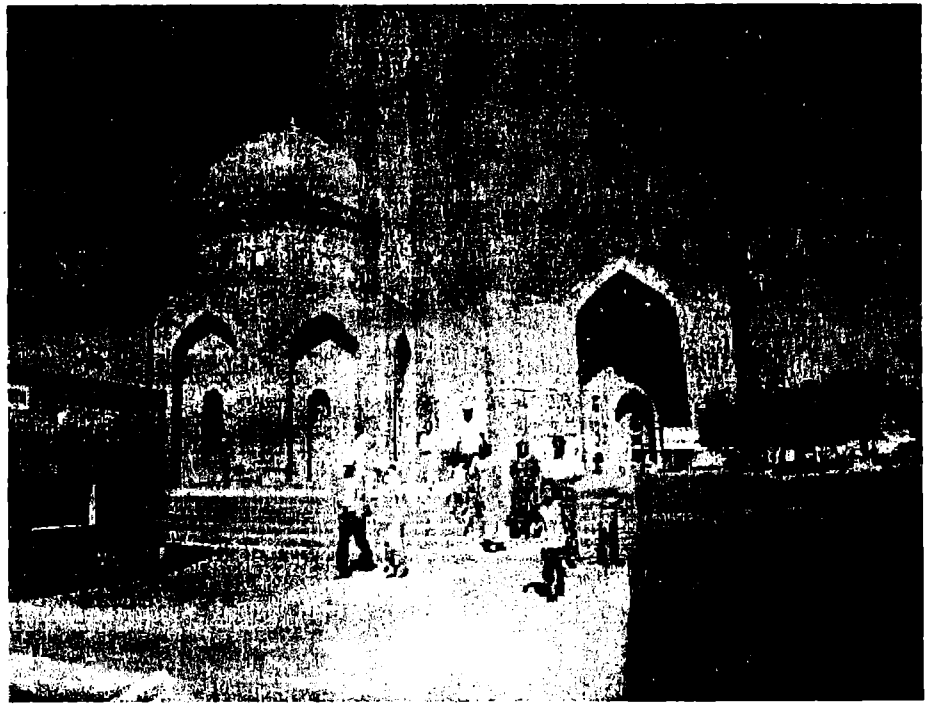

তুর্কিস্তান শহরে অবস্থিত আহমদ ইয়াসিভি রহ. এর দরগাহ: গভীর শ্রদ্ধা আর অনুরাগে জেয়ারত করেন প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ ।

আল্লামা ইয়াসিভি রহ.তুর্কিস্তান-অঞ্চলে শাসন-শৃঙ্খলায় হক-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা আর ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

মধ্যএশিয়ার মুসলমানরা গভীর শ্রদ্ধাশীল মহান এই মনীষীর প্রতি। এমনকি অনেক অমুসলিম পর্যন্ত। *হজরত ই তুর্কিস্তান* নামে তিনি বহুল পরিচিত। আরবি ও তুর্কি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তুর্কি ভাষা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরার পথিকৃৎ এবং দার্শনিক হিসেবেও তিনি কাজাখ জাতির কাছে বিপুল সমাদৃত। অনেকে তাঁকে তুর্কি মানবাধিকার ও জাতীয়তাবাদেরও প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করেন।

ইবনে বতুতার কথায় ফিরে আসা যাক।

বুখারা থেকে সেকালে তুর্কিস্তান পৌঁছা কিছুতেই চাট্টিখানি কথা নয়! অনেক দূরের পথ। উত্তর-পূর্ব দিকে। সেই শির দরিয়ার পূর্ব অববাহিকায়। কম করে হলেও চার শ মাইল।

www.pathagar.com

সুলতান তারমা শিরিন

তুর্কিস্তানের শাসনকর্তা তখন তারমা শিরিন (শাসনকাল (১৩৩১-১৩৩৪ইং)। বেজায় প্রতিপত্তিশালী সুলতান। তদানীন্তন বিশ্বের শক্তিধর চার সুলতানের একজন। বিশাল যেমন তাঁর সাম্রাজ্য, তেমনি বেশুমার তাঁর সৈন্য-সামন্ত। পুরো নাম সুলতানুল আজম আলাউদ্দিন মুহাম্মদ তারমা শিরিন খান। তাঁর বাবাও ছিলেন শাসনকর্তা। যুবরাজ অবস্থায় ১৩২৫ইং সনে তারমা শিরিন ইসলাম গ্রহণ করেন। নাম ধারণ করেন আলাউদ্দিন মুহাম্মদ। সুলতানুল আজম তাঁর রাষ্ট্রীয় উপাধি।

সুলতান তারমা শিরিন কখনো খাজা আহমদ ইয়াসিভি রহ. কে দেখেন নি। কারণ ইয়াসিভি রহ. তখন আরও দেড় শতাধিক বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদেয় নিয়ে গেছেন। কিন্তু সুলতান তারমা শিরিন ছিলেন আল্লামা ইয়াসিভি রহ. এর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর অনুরক্ত।

সুলতানের খোঁজে

ইবনে বতুতা যেতে যেতে অনেক পথ এগোলেন। তখনো তুর্কিস্তান নগরী পৌঁছেন নি। জায়গাটা নগরীরই উপকণ্ঠ। প্রত্যন্ত এক গ্রামাঞ্চল। সবুজ শ্যামলীমা-ঘেরা জনবসতি। কাছেই বিস্তর বন-বনানী আর বর্ণিল পাখপাখালির বসবাস।

এখানকার লোকেরা কথা বলে পারসি, তুর্কিস্তানি, উজবেকি আরও বিভিন্ন ভাষায়। এইসব ভাষায় শাব্দিক ও বৈয়াকরণিকভাবে অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। বলা যায় বাংলা-উর্দু-হিন্দির সাদৃশ্যের মতো।

প্রচন্ড শীত পড়েছে তখন।

যে বনের পাশে ইবনে বতুতা এসে পৌঁছেছেন, সেই বনে এসে অবস্থান করছেন সুলতান তারমা শিরিন। এসেছেন শিকার করতে। জেনে ইবনে বতুতা মহা খুশি, তাহলে সুলতানের সাথে এখানেই দেখা হয়ে যাবে।

শিকার রাজা-বাদশাহদের আরেক নেশাও বটে। সময়-সুযোগমতো তাঁরা এই নেশায় বেরিয়ে আসেন রাজপুরী ছেড়ে। রাতবিরেত কাটে তখন বন-বাদাড়ে। কিন্তু তা বলে এই শিকার কেবলই নেশা নয়। নতুন আবহাওয়ায় দিনকয়েক অবকাশ যাপনের উপায়ও। দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার একঘেঁয়েমি দূরীকরণের প্রয়াস। এর জন্যে বন-বনানীর চোখ-জুড়ানো, মন-ভুলানো প্রকৃতির মাঝেই স্থান বেছে নেন তাঁরা। পশু-পাখি শিকার উপলক্ষ মাত্র। তাই রাজ-রাজড়াদের শিকারযাত্রা আলিশান এক আয়োজনেরও ব্যাপার।

www.pathagar.com

শিকারের সময় অনেকে সাথে রাখতেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর।

ইবনে বতুতা হাজির হলেন গিয়ে বনের ভেতর সুলতানের অবস্থানস্থলে। কিন্তু হলে কি হবে! রাজ-রাজড়া বলে কথা! এলেই কি আর যখন-তখন দেখা করা যায়? এর জন্যে সময়-সুযোগ খুঁজতে হবে। জানতে হবে।

বিরাট এলাকাজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে অসংখ্য তাবু। উজির, নাজির, পাইক-পেয়াদাসহ রাজকীয় বহর নিয়ে সুলতান অবস্থান করছেন এখানে।

বনের কাছে গ্রামের জামে মসজিদ। সুলতানের অবস্থানস্থল থেকে অল্প দূরে। সম্ভবত কাছে-নাগালে জামে মসজিদ আছে বলেই জায়গাটা বাছাই করা হয়েছে। বনে অবস্থানরত সুলতান এখানে এসে নামাজের জামাতে শামিল হন। বিশেষ করে ফজর ও মাগরিবের সময় তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। জুমাও এখানেই আদায় করেন।

একদিন শিশিরভেজা ফজরের সময়। শীতে জবুথবু সকলে। মসজিদে যাওয়ার পর ইবনে বতুতা জানতে পারলেন, সুলতানও জামাতে উপস্থিত আছেন। ব্যস, হয়ে গেল বুঝি! মোক্ষম সুযোগ না?

হ্যাঁ। ব্যত্যয় হলো না মোটেও। নামাজ শেষে ইবনে বতুতার দেখা হয়ে গেল তাঁর ঈপ্সিত সুপুরুষ তুর্কিস্তান-সুলতান তারমা শিরিনের সাথে। সুলতান বের হওয়ার জন্য নামাজের মুসাল্লা থেকে কেবল উঠে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই এগিয়ে গেলেন ইবনে বতুতা। সালাম বিনিময়ের পর

www.pathagar.com

সুলতান তুর্কি ভাষায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ইবনে বতুতার ভাষা আরবি। কিন্তু সুলতান আরবি বোঝেন না। হাত-ইশারা করে তাবু বহরে তাঁর রাজকীয় দফতরে চলে আসতে অনুরোধ করলেন।

ইবনে বতুতা চললেন সেখানে।

সুলতানের তাবুটা অনেক বড়। সোনার কারুকাজমন্ডিত রেশমি কাপড়ের তৈরি। ভেতরে উঁচু সিংহাসন। সেটাও ঢাকা একই রকম কাপড়ে। সোনার কারুকাজ। চকচক করে। অপরূপ লাগে দেখতে। সিংহাসনে বাঘের বাচ্চার মতো বসে আছেন সুলতান তারমা শিরিন। মাথায় শোভা পাচ্ছে হিরে-মোতি-পান্নাগাঁথা দৃষ্টিনন্দন রাজমুকুট। সিংহাসনের দুপাশে নিচে সারিবদ্ধভাবে আসন গ্রহণ করেছেন আমির-ওমরাগণ।

দোভাষীর মাধ্যমে শুরু হলো কথাবার্তা। সুলতান একটার পর একটা প্রশ্ন করে ইবনে বতুতার দেখে আসা দুনিয়ার নানা কিছু সম্পর্কে জেনে নিলেন।

সুলতান অনুরোধ করলেন তাঁর রাজকীয় বহরের সাথে মেহমান হিসেবে দিনকয়েক থেকে যেতে।

ইবনে বতুতা রাখলেন অনুরোধ। নতুন দেশ, নতুন মানুষ। ঘোরোঘুরি হোক আর শুয়ে-বসে হোক,সবই দেখে-শুনে নতুন কিছু জানার বিষয়। অভিজ্ঞতার বিষয়। সব মিলিয়ে ভালোই কাটতে লাগল দিন।

বিজ্ঞ ইমাম ও অনন্য এক ঘটনা

এখানকার মসজিদের ইমাম বিজ্ঞ এক আলেম। অনেক বড় আমলদার মানুষ। সুফি শায়েখ। চলন-বলন-আহার-বিহার–সবকিছুতে সতর্ক। যার-তার দেওয়া নজর-নিয়াজ কক্ষণো গ্রহণ করেন না। এই অঞ্চলে সুলতান এসে অবস্থান গ্রহণ করার পর তাঁর তাবু-বহরে রাজকীয় ভোজে অংশ নিতে অনেকবার দাওয়াত এসেছে। কিন্তু তিনি যান নি। পরে দোয়া কামনা করে সুলতান তোহফা-সেলামি পাঠিয়েছেন। কিন্তু না। যতবারই পাঠিয়েছেন, ততবারই তিনি তা হাসি মুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রতি জুমাবারে নামাজের আগে শায়েখ নসিহতপূর্ণ বয়ান রাখেন মুসল্লিদের সামনে। কুরআন ও হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পেশ করেন। সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেন। সুলতান তারমা শিরিন ও তাঁর সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। এমনকি খোদ সুলতান মুসল্লি হিসেবে সামনে উপস্থিত থাকলেও বলতে পরোয়া করেন না। বিশ্বকাঁপানো এই শাসক ও তাঁর কর্তাব্যক্তিরা সকলে তখন নীরবে বসে শোনেন।

ইমাম সাহেবের বয়ান মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। বয়ান করেন তিনি বিশুদ্ধ পারসি ভাষায়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই জনপদে এসে ইমাম সাহেবের এমন নির্ভীক সমালোচনা আর সুলতানের সহিষ্ণুতা দেখে প্রীত হলেন ইবনে বতুতা। এমনটাই যে হওয়া চাই। যেমন প্রজা, তেমন রাজা!

একদিন আসরের আজান হয়েছে। মুসল্লিরা উপস্থিত, জামাত শুরু হবে। এমন সময় সুলতানের এক কর্মকর্তা হন্তদন্ত হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন। একখানা নামাজের মুসাল্লা

www.pathagar.com

বিছালেন মসজিদের মেঝেয়। তারপর ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'জনাব! মহামান্য সুলতান অজু করছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

শুনে ইমাম সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কী বললেন? নামাজ কি আল্লাহর জন্য? না তুর্কিস্তান-সুলতানের জন্য?'

বিজ্ঞ ইমাম সাহেবের দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে মুসল্লিরা সবাই তাকিয়ে রইলেন।

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এখানে সবাই সমান। রাজ-রাজড়া আর ফকির-মিসকিনে ভেদাভেদ নেই। প্রাধান্য নেই ব্যক্তিবিশেষের।

জামাতের সময় হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব যথারীতি শুরু করে দিলেন নামাজ।

সুলতান অজু শেষ করেছেন। এসে প্রবেশ করলেন মসজিদে। কিন্তু হায়! ততক্ষণে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে দু রাকাত। জায়গাও খালি নেই।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সুলতান কোনো রকমে একটু জায়গা পেলেন। তা-ও সর্বশেষ কাতারের পেছনে মুসল্লিদের জুতোর কাছে। অমনি সেখানে দাঁড়িয়ে নিয়ত বেঁধে নিলেন।

শেষ হলো নামাজ।

মুসল্লিরা বের হয়ে যেতে লাগলেন যে-যার পথে।

সুলতান ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন ইমাম সাহেবের দিকে। অন্যান্য দিনের মতো হাসি মুখে হাত মিলালেন। দোয়া চাইলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ইবনে বতুতা। তাঁর দিকে তাকিয়ে সুলতান মুচকি হেসে বললেন, 'দেখেছ মুসাফির! সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে ইমাম সাহেবের কেমন আচরণ খোদ তুর্কিস্তান-সুলতানের সাথে! বলো গে তোমার দেশের মানুষদের।'

টানা চুয়ান্ন দিন সুলতানের মেহমান হিসেবে কাটানোর পর ইবনে বতুতা বিদেয় নিলেন। এবার রওয়ানা দিলেন সমরকন্দের পথে। বিদেয়বেলা সুলতান তারমা শিরিন দিয়ে দিলেন প্রচুর উপঢৌকন। সাত শ দিনার, তারপর হরিণের চামড়ার দামি কোট একটা। সেই সাথে দু-দুটো করে ঘোড়া আর উট।

www.pathagar.com

* দুর্ধর্ষ সেই সেনা-কর্মকর্তার গোয়েন্দা-জীবনের **সূত্রপাতকালীন এক শিহরণ-জাগানো ঘটনা** এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

* ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা নিয়ে নির্মিত নাটক-চলচ্চিত্র-উপন্যাসে অনেকে ভিন্ন স্বাদের মজা উপভোগ করেন। তাতে করে ফেলে-আসা দিনগুলির একঝলক পুনর্দর্শন ও পুনর্বিচারের সুযোগ হয়। সেই লক্ষ্যে বিগত এক শতাব্দী আগের দুনিয়ার অবস্থা চিত্রায়ণ হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনীতে।

* উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থেকে আরব-অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্দরে অনুপ্রবেশ, ছদ্মবেশে অন্তর্ঘাতমূলক বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা, জবর দখল– সর্বোপরি আরব-অঞ্চলকে খন্ড-বিখন্ডকরণে সরেজমিন এসে যাঁরা ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন দুর্ধর্ষ এক ইংরেজ গোয়েন্দা। ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে তিনি কর্নেল পদ-মর্যাদায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর পুরো জীবনটাই নানা বিস্ময়কর ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনায় ভরপুর। উপন্যাসে চিত্রায়িত সেইসব কাহিনী ধারাবাহিকভাবে রয়েছে এই সিরিজের পরবর্তী বইগুলোতে।

* ব্রিটেনে উক্ত গোয়েন্দা-কর্মকর্তার জীবন-ভিত্তিক চলচ্চিত্র পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। সেই চলচ্চিত্র পেয়েছে পরবর্তীতে অসকার পুরস্কারও।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.

চট্টগ্রাম - ঢাকা

www.pathagar.com